সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস বিশেষ সংখ্যা

বিশ্ব শান্তির বাতিঘর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস

উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

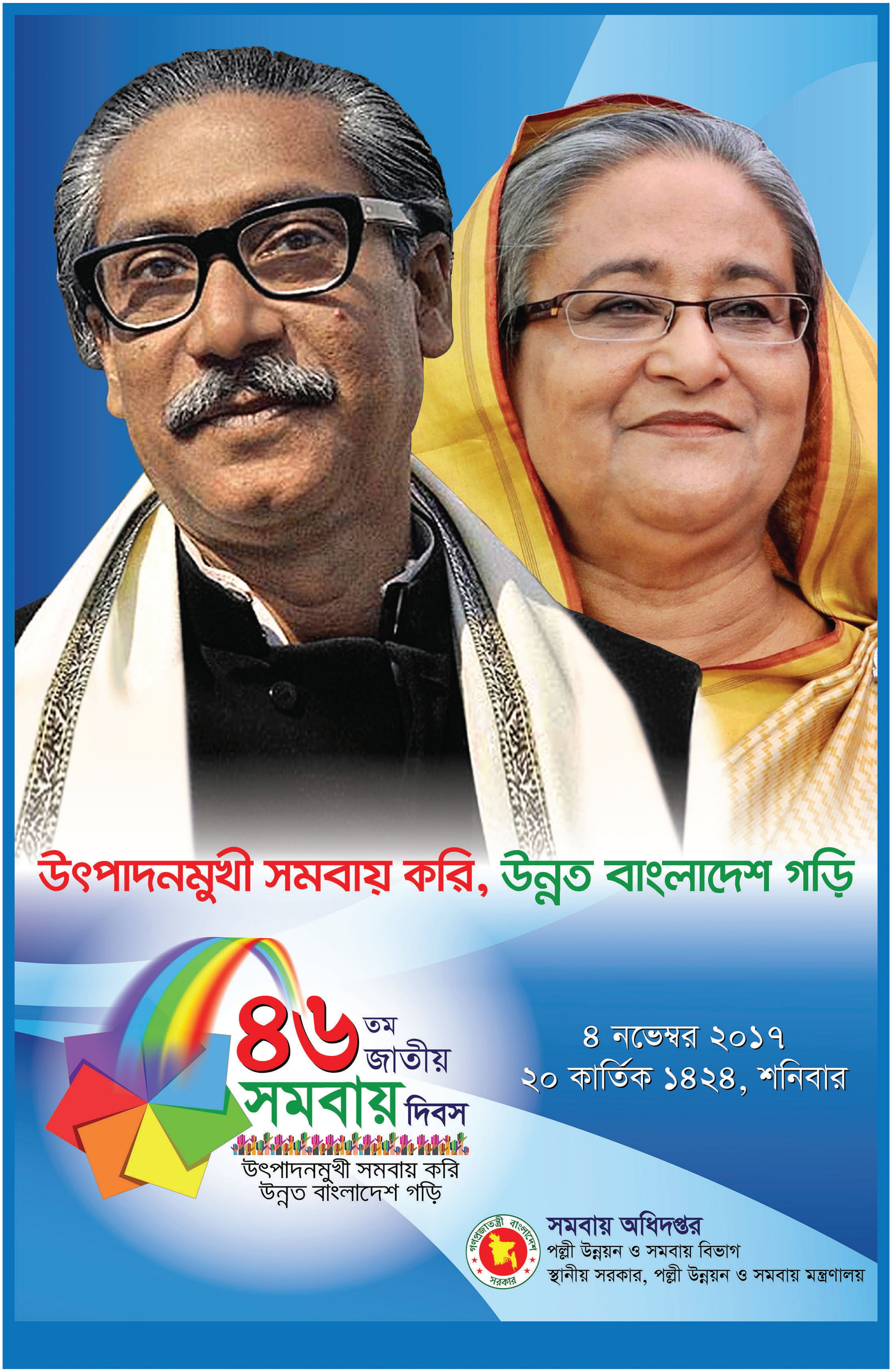
উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি
৪৬তম
জাতীয়
সমবায় দিবস
উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি
৪ নভেম্বর ২০১৭
২০ কার্তিক ১৪২৪, শনিবার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

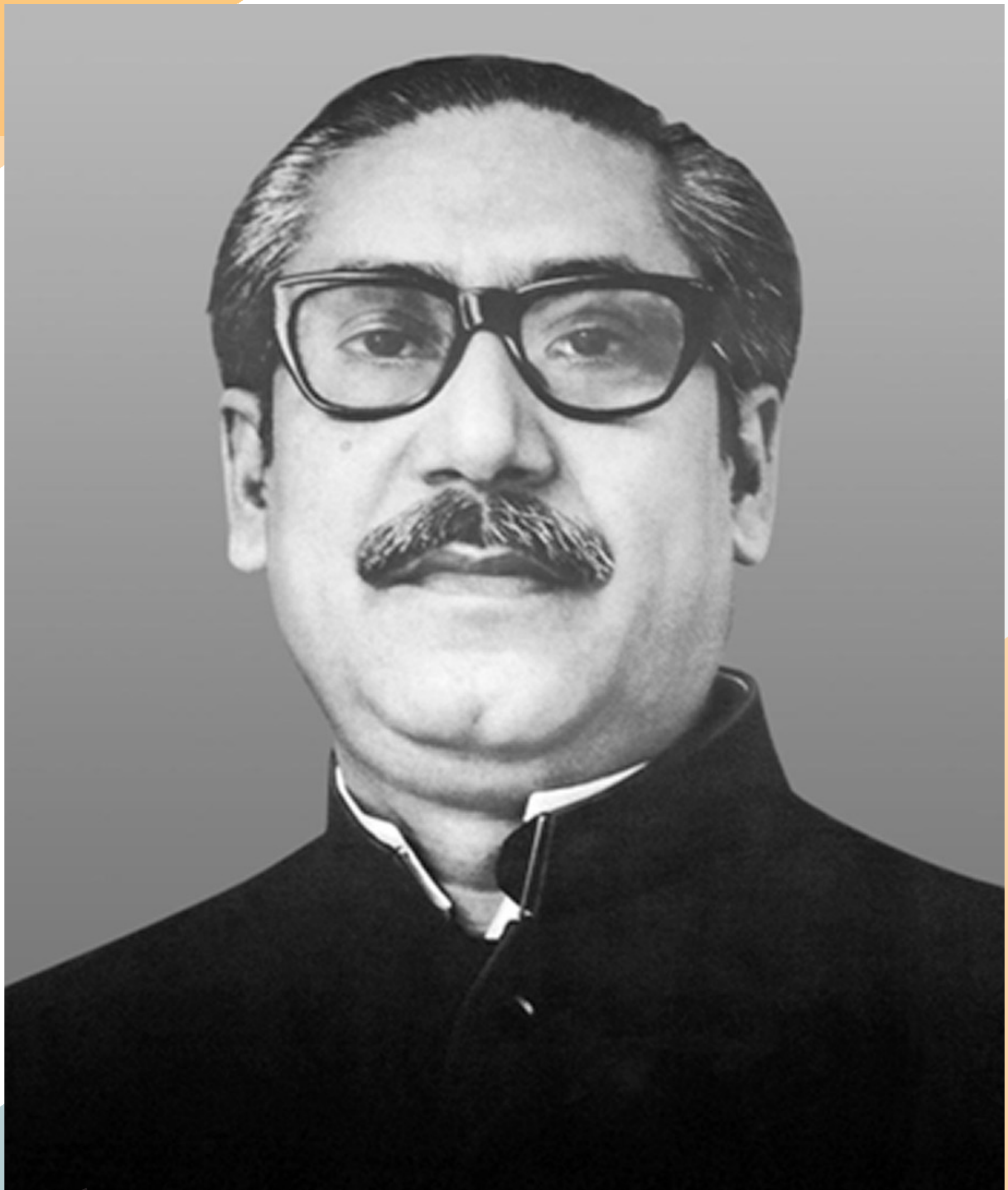

“আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস
উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস

উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

আমি আশা করি সমবায়ের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তারা সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটা জাতির পিতারই একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল– তিনি বহুমুখি গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটা আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরই সেই পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস
উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

সমবায়ে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

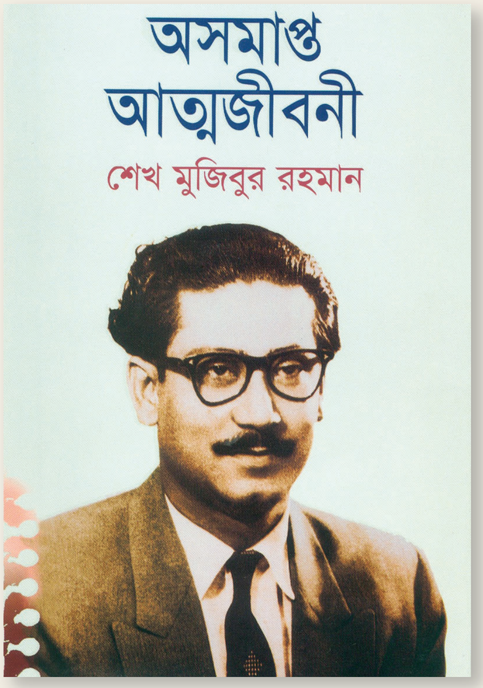

তৎকালীন পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম মন্ত্রী হিসেবে 'কো-অপারেটিভ' অর্থাৎ সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান এবং যোগদান করে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দফতর ভাগ করা হল। আমাকে কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দফতর দেওয়া হল। এগ্রিকালচার আবার আলাদা করে অন্যকে দিল।' পৃষ্ঠা-২৬৭

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৯ সালের ২৮ অক্টোবর সমবায় কাজকর্ম সম্পর্কে জানার জন্য কুমিল্লার দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায়ের প্রতি দরদ, চিন্তা-ভাবনা ও গভীর মনোযোগের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যমান। সমবায় পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে চিত্রে তুলে ধরা হলো।

১৯৮৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন। তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন মেগসেসে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত জনাব মোঃ ইয়াছিন, প্রতিষ্ঠাতা, দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

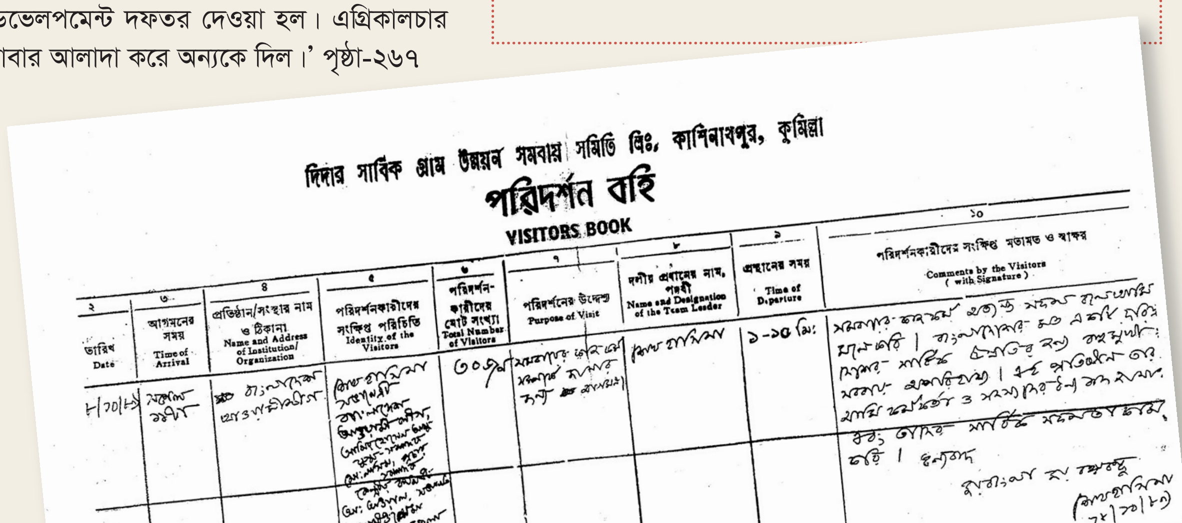

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, কাশিনাথপুর, কুমিল্লা

পরিদর্শন বহি

VISITORS BOOK

২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তারিখ Date	আগমনের সময় Time of Arrival	প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম ও ঠিকানা Name and Address of Institution/ Organization	পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি Identity of the Visitors	পরিদর্শনকারীদের মোট সংখ্যা Total Number of Visitors	পরিদর্শনের উদ্দেশ্য Purpose of Visit	দলীয় প্রধানের নাম, পদবী Name and Designation of the Team Leader	প্রস্থানের সময় Time of Departure	পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত মতামত ও স্বাক্ষর Comments by the Visitors (with Signature)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩০ জন	[illegible]	শেখ হাসিনা	১-১০ মিঃ	[illegible]

মাদার অব হিউম্যানিটি

উপাধিতে ভূষিত হওয়ায়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

সমবায় অধিদপ্তরের
পক্ষ থেকে

অভিনন্দন

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস
উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

নভেম্বর ২০১৭

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
আব্দুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ ফখরুল ইসলাম
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্মেদ
উপনিবন্ধক (ইপি)

মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী
উপনিবন্ধক (পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে
সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা
থেকে প্রকাশিত

ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪,
৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail : coop_bangladesh@yahoo.com
website : www.coop.gov.bd
ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচি

বাণী ৯-১৬
প্রতিপাদ্য : উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি ১৭
ফিরে দেখা : ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৬ ২০
জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় সেক্টর হিসেবে সমবায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই ২৩
শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনে জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ২৫
উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন উৎপাদনমুখী সমবায় ২৬
ফাইল ছবি ২৮
সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নে রংপুর সমবায় বিভাগের উদ্ভাবন কার্যক্রম ৩০
উন্নত সমবায় উন্নত উৎপাদন উন্নততর দেশ ৩২
আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৩৫
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার ৩৭
সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ৫১

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১. কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন ৪১
২. সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট ৪২
৩. দুগ্ধ সমবায় ৪৩
৪. মহিলা সমবায় ৪৪
৫. বহুমুখী সমবায় ৪৫
৬. মৎস্য সমবায় ৪৬
৭. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় ৪৭
৮. বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায় ৪৮
৯. যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায় ৪৯
১০. কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী সমবায় ৫০

সাফল্য কথা
শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে প্রয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৫৪
কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লি ৫৬
সানরাইজ বহুমূখী সমবায় সমিতিলিঃ এর সফলতা ৫৭
বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-একটি সফল সমবায় সমিতি ৫৮
কর্মজীবী বাবা-মায়ের শিশুর ভবিষ্যৎ ৬০
পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৬২
মানব-বন্ধন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি সফল সমবায় সমিতি ৬৩
ডি এস সি বিজনেস কো অপারেটিভ সোঃ লিঃ ৬৪

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস

উৎপাদনমুখী সমবায় করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২০ কার্তিক ১৪২৪
০৪ নভেম্বর ২০১৭

বাণী

"উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সমবায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমবায় একটি প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সামাজিক তথা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সমবায় একটি পরীক্ষিত সফল পদ্ধতি। একক প্রচেষ্টায় যা করা সম্ভব নয় সমবায় পদ্ধতিতে তা সহজেই করা সম্ভব। তাই প্রাচীনকাল থেকেই সমবায় বিশ্বব্যাপী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সমবায় জনগণের সংগঠন। বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ও প্রযুক্তির বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নবতর সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। তাই এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নতুন উদ্যোগে আধুনিক প্রজন্মের উপযোগী সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সমবায়ের সফলতার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমবায় সমিতি গঠনে এবং নেতৃত্ব নির্বাচনে সমবায়ীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। তিনি বিশ্বাস করতেন উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক জনগণ হলে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সহজতর হবে। সমবায় ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হোক–জাতীয় সমবায় দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ কার্তিক, ১৪২৪
০৪ নভেম্বর, ২০১৭

বাণী

আজ ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য বিবেচনায় সমবায় দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে সমবায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জনগণের দুগ্ধজাত পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য মিল্ক ভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মাদারীপুর জেলার টেকেরহাটে মিল্ক ভিটার প্রথম প্ল্যান্ট স্থাপন করেছিলেন, যা আজও দেশের বৃহত্তম তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় সমবায় একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। দেশে এই মুহূর্তে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭০টি নিবন্ধিত সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২৮ জন সদস্য রয়েছে। সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকারী মূলধন প্রায় ১৪ হাজার ৫৪ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার ৩২ কোটি টাকা। এ সকল সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সমবায়ভিত্তিক 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখন থেকে আর মাইক্রোক্রেডিট নয়, 'মাইক্রো সেভিংস'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

আমরা বিগত বছরগুলোতে সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আরও দুইটি দুগ্ধভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি আমরা কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা উৎপাদনমুখী সমবায় গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায় বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে তৎপর হোন।

আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ২০২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা চাই সকল সমবায়ী এই উন্নয়ন সংগ্রামে সামিল হোন। আমাদের সম্পদ সীমিত। সে সীমিত সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমবায়ীগণকে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমি আশা করি, সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোন দেশ ও জাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

খন্দকার মোশাররফ হোসেন

'৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস' উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী এ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়ায় আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি পদ্ধতি। দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ঐক্য ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি সমবায় মালিকানাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, হিংসা, বিদ্বেষ দূর করে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থক রূপায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশে প্রায় ০১ (এক) কোটি সমবায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি"। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদনমুখী সমবায় পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতিকে একটি কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। সারাদেশে সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন, গো-মাংসের উৎপান বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ, মৎস্যচাষ, তথ্য প্রযুক্তিসহ নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু সমবায় সমিতি উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশকে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সময়োপযোগী নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, তা বাস্তবায়নে উৎপাদনমুখী সমবায় কার্যকারী ভূমিকা রাখতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নপ্রসূত 'একটি বাড়ী, একটি খামার', আশ্রয়ণ, চরজীবীকায়ন প্রকল্পসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তুলছেন। তিনি সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে দিয়েছেন। উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সকল সমবায়ী একযোগে কাজ করবেন বলে আমি আশা করি।

উৎপাদনমুখী সমবায় করে উন্নত বাংলাদেশ গড়া এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে সাবইকে উদ্বুদ্ধ করতে এ দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি '৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এ দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বাণী

"উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ০৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, ২০ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, রোজ শনিবার সারা দেশে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকেই এই উৎসবমুখর দিনে আমি বাংলাদেশের সকল সমবায়ী ভাইবোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উৎপাদন হচ্ছে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, তাই সমবায়কে হতে হবে উৎপাদনমুখী। স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে গঠিত হবে মূলধন। আর সে মূলধন উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে দেশের উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সমবায়ী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সাথে যোগসূত্র তৈরি করবে সমবায়। সমবায়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সমবায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন, সুখীসমৃদ্ধ, 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **জননেত্রী শেখ হাসিনা** সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" এই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

আমি ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, এমপি

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ, শনিবার ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং সকল সমবায়ী ভাইবোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পারস্পরিক ঐক্য ও সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমবায় মালিকানাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সমবায় পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, সে প্রচেষ্টায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতি শত বছরের অধিক সময়ের অনুসৃত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যা অনেক অসম প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাঝে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশা করছি এবছরের প্রতিপাদ্যের বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করবে। সমবায় দিবস ও সমবায় আন্দোলন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

জয় হোক পল্লীর মেহনতি মানুষের

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি

মাফরূহা সুলতানা

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ০৪ নভেম্বর ২০১৭ শনিবার ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসে প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি"। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিপাদ্যটি খুবই যুক্তিযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০২১ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন খাতওয়ারী লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর দেশ গড়া। ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই সরকারের লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়া। আর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন, সুযোগের সমতা বিধান, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, খাতওয়ারী উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমবেত অংশগ্রহণ অগ্রাধিকারভাবে বিবেচ্য। খাতওয়ারী লক্ষ্য অর্জন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণের জন্য সমবায় হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। বর্তমানে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭০টি সমবায় সমিতি রয়েছে যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৬২ জন। এ সমস্ত সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয় ও আমানত দ্বারা সৃষ্ট পুঁজির সাহায্যে মৎস্য চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, গবাদি পশুপালন প্রভৃতি উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অবদান রাখছে।

উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য দরকার উন্নয়ন এবং উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ যা সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তাদের হাতকে কর্মীর হাতে রুপান্তরিত করতে পারলে এবং প্রতিটি সমবায় সমিতি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারলে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আমি ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মাফরূহা সুলতানা

মোঃ আব্দুল মজিদ

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় আজ ০৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, ২০ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিনে আমি দেশের সমবায় পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমবায়ের সম্ভাবনা সকল যুগেই অনস্বীকার্য। বর্তমান Globalization এর যুগে প্রত্যেকটি মানুষ, জাতি এমনকি রাষ্ট্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারী-বেসরকারী খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি প্রয়োজনীয়। ঠিক এরকম বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" যা খুবই সময়োপযোগী।

এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ক্রমহ্রাসমান সম্পদ দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো। বলা হয়ে থাকে বিশ্বের মোট সম্পদের ৯০% এর মালিক ১০% জনগণ, আর অবশিষ্ট ১০% সম্পদের মালিক ৯০% জনগণ যা সম্পদের বন্টনে সুষম নয়। ফলে বিশ্বের দেশগুলোতে তো বটেই এমনকি একই দেশের মানুষের প্রত্যাশা, প্রাপ্তি আর জীবনযাত্রাতেও বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার একমাত্র বিকল্প হতে পারে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বন্টন। এতে পণ্যের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী না থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ন্যায্যমূল্য পাবেন। আবার বন্টন সুষম হলে কেউ একেবারে রিক্তও থাকবে না। তাই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের পথ সুগম করে একটি সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সমবায় হল সমন্বিত, নৈতিক, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল একটি প্রয়াস। এ আদর্শের কারণেই সমবায় সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গঠনে সমর্থ। এ উপলব্ধি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে সুখী সমৃদ্ধ শোষণহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে মাদারীপুর জেলা) টেকেরহাটে মিল্কভিটার প্রথম দুগ্ধ প্ল্যান্ট স্থাপন করেছিলেন যা আজও দেশের বৃহত্তম তরল দুধ উৎপাদন ও বিতরণকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি মেধাবী জাতি গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আঞ্চলিকভিত্তিক মিল্কভিটা কারখানা স্থাপনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ও মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ যে অঙ্গীকার, সে অঙ্গীকারে অঙ্গীভূত ও অংশজন হয়ে কাজ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের পক্ষ থেকে আজ একাত্নতা ও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি।

এ আয়োজনের সংগে যারা জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা জানিয়ে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল মজিদ

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন

বাণী

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হতে যাচ্ছে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছরের প্রতিপাদ্য "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি"। কালের আবর্তে প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের জীবন ধারণ ও উন্নয়নের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার অনুশীলন মানব ইতিহাসের শুরু থেকে চলে এসেছে। বর্তমানে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও কর্মকৌশল হিসেবে উৎপাদনমুখী প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত উদ্যোগের আবাশ্যিকতা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দারিদ্রমুক্ত অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও দুষনমুক্ত পরিবেশ গড়ার প্রচেষ্টায় সফল বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সকল শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস। তাই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি সমবায় খাতের সবল উপস্থিতি সমভাবে প্রয়োজন। বিন্দু থেকে সিন্দু– এ সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সে সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে সমবায় অঙ্গণে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত "গণমুখী সমবায় আন্দোলন" এর বিকল্প নেই। এ আন্দোলন সফল করতে একদিকে যেমন দারকার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নসহ বর্তমান সমবায় আন্দোলন জোরদার ও বহুমুখী সম্প্রসারণ তেমনি প্রয়োজন সমবায় চেতনাভিত্তিক উৎপাদনমুখী দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় উপর ভিত্তি করে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। উন্নয়ন মানে মাথাপিছু আয় নয়, উন্নয়ন মানে– ধনী গরীবের বৈষম্য হ্রাস। উন্নয়নকে দেখতে হবে সমবায় আন্দোলন হিসেবে যার মুখ্য ভূমিকা হবে উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) ১৯৭৩ সাল থেকে উৎপাদনমুখী সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন করে জাতির পুষ্টি ও মেধা মনন বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের সহযোগিতায় দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

উৎপাদনমুখী সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও স্বল্প বিত্ত জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে একমাত্র উৎপাদনমুখী সমবায় আন্দোলন।

সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ২.০০ লক্ষাধিক সমবায় সমিতি ও এর সাথে সম্পৃক্ত কোটি কোটি সমবায়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী সমবায় আন্দোলন উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

04/11/17.

শেখ নাদির হোসেন লিপু

প্রতিপাদ্য

“উৎপাদনমুখী সমবায় করি উন্নত বাংলাদেশ গড়ি”

মোঃ আব্দুল মজিদ

আজ নভেম্বর মাসের ০৪ তারিখ, প্রথম শনিবার। শত বছরের পথ পরিক্রমায় এবারও ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সগৌরবে সারা দেশে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। সমবায় এ জনপদের একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এবারে এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে “উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি” নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জনপদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, জাতির অবিসংবাদীত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, এ দেশের গরিব, দুঃখী ও মেহনতি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়া। এর ধারাবাহিকতায় চলমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের যোগ্য সারথি, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির সফল রূপকার, বাংলার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য যিনি পৃথিবীর এক গোলার্ধ হতে অন্য গোলার্ধে ছুটে বেড়াচ্ছেন, বিশ্ব মানবিক মূল্যবোধের লালন ও পালনকারী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, জাতির পিতার আদর্শ ও রক্তের উত্তরাধিকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় দিবসের এ প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের এই উৎসবমুখর দিনে সকল সমবায়ী ও সমবায় পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৫২’র ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের শাহাদাতবরণকারীদের। আমি আরও হৃদয়ের ক্ষত নিসৃত বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগষ্ট ভয়াল কালো রাতে ৭১ এর পরাজিত ও পতিত শক্তি এবং দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সৈন্য কর্তৃক জাতির পিতা ও তার পরিবারের শাহাদাতবরণকারী অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি। বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর জাদুকরী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে দেশকে পূণর্গঠনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই এ পতিত ও পরাজিত অপশক্তি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিতর্কিত এবং জাতির পিতার উন্নয়নের গতিধারাকে স্তব্ধ ও নস্যাৎ করার জন্য এ জঘন্যতম হত্যাকান্ড চালায়। খুনিরা একইসংগে বঙ্গবন্ধুর সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ও কর্মের অনুপ্রেরণা দানকারী মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা, তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট রাজনীতিক, ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামাল, ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু পুত্র রাসেল, যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঘাতকের নিকট অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন “আমাকে হাসু আপার (আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন”, বঙ্গবন্ধুর অনুজ, ১০ বছরের ছোট আদরের ভাই শেখ আবু নাসের, সুলতানা কামাল খুকু, পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর সেজ ভগ্নীপতি, সুপ্রিয় সহপাঠী ও তৎকালীন মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সংগঠক, সুবক্তা ও সুলেখক শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর স্ত্রী বেগম আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু ও কর্ণেল জামিলসহ ২৬ জনকে এ রাতে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে ২৪ জনই ছিলেন বঙ্গবন্ধু ও আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ ও জঘন্যতম হত্যাকান্ড। খুনিরা ভেবে ছিল এ হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও চেতনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু খুনীদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। আজকের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকায় তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছাড়া জাতির পিতার সোনার সংসারে আর কেউ জীবিত নেই। তবে এই ঘোর অন্ধকারের কালো মেঘ কেটে যেতে বেশী সময় লাগেনি। আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এ জাতি এবং মুজিব প্রেমিক সৈনিকেরা সংগঠিত হতে থাকে। “মুজিব লোকান্তরে, মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে” “ঝড়, বৃষ্টি ও আধাঁর রাতে আমরা আছি তোমার সাথে” এবং “টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো তোমার সাহস নেবে, নেবে ফের বিপ্লবের মহান প্রেরণা” এ সকল স্লোগানকে মুখে এবং বুকে লালন করে মুজিবভক্ত বাংলার মানুষ তাঁর আদর্শ ও রক্তের উত্তরাধিকারী আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা হত্যার প্রতিবাদে আবারও সংগঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ মে থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে

আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠে বাংলার এ জনপদ, বিকৃত ইতিহাসের চোরাবালি ও অন্ধকার গলি হতে আলোর মিছিলের যাত্রী হিসেবে দেশবাসীর শুরু হয় নতুন অভিযাত্রা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রক্তঘাম ও শ্রমে পত্রপুষ্প পল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে এ দেশ, তাঁর বর্ণাঢ্য নেতৃত্বের অপূর্ব আভায় উন্নয়নের দিগন্ত হয় সম্প্রসারিত। দেশ আজ উন্নয়নের পথের অভিযাত্রী। আর সে অভিযাত্রায় সমবায় অধিদপ্তর, সমবায়ীবৃন্দ তথা সমগ্র সমবায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর অনুরাগী, অনুসারী, পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত সহযোগী, সহযোদ্ধা ও অংশীদার হওয়ার জন্য সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছে।

২.

জাতির পিতার সমবায়ের দর্শনের প্রেরণাকে লালন করে সমবায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমবায়ই হতে পারে এ দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার দর্শন। জাতির পিতা তাঁর আজীবনের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মকৌশল বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন **"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানকে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ"**। জাতির পিতা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে সমবায় খাতকে গুরুত্ব দিয়ে ২৫ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গঠন করতে হলে ঔপনিবেশিক আমলের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমবায় চেতনার ভিত্তিতে উৎপাদনমুখী সমবায় গঠন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭০টি সমবায় সমিতিতে ১ কোটিরও অধিক সমবায়ী বহুমুখী আর্থিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬.২৫%। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলে উৎপাদন ও বাজারমুখী সমবায়ের আওতায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সমবায় আন্দোলন সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ও প্রচলিত। বর্তমান বিশ্বে ১৯৩টি দেশে সমবায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। সমবায় ০৭টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সমবায়ের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যথা :

ক) স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and Open Membership);
খ) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সদস্য নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control);
গ) সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation);
ঘ) স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence);
ঙ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training and Information);
চ) আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Co-operation Among Co-operatives);
ছ) সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)।

সমবায়ের এ সাতটি মূলনীতির যথাযথ অনুসরণ ও উৎপাদনমুখী সমবায় গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক জুয়ান সোমাভিয়া বলেছিলেন "Cooperatives empower people by enabling even the poorest segments of the population to participate in economic progress; they create job opportunities for those who have skills but little or no capital; and they provide protection by organizing mutual help in communities".

৪.

বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহে আইনের প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ, কার্যক্রম মনিটরিং এবং উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর মূল সরকারি প্রতিষ্ঠান। সমবায় সমিতি গঠন, নিবন্ধন প্রদান, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান, নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মূলধন গঠন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সমবায় অধিদপ্তর জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। এই সমবায় সমিতিগুলো এবং সদস্যরা আইন, বিধি ও উপআইনের আলোকে নানাবিধ উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সমবায়ের কার্যক্রমসহ সরকারের নানামুখী ও ধারাবাহিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে বর্তমানে দারিদ্রের হার ২৪.৩% এবং অতি দারিদ্রের হার ১২.৯% এ নেমে এসেছে যা, ২০১০ সালে ছিল যথাক্রমে ৩১.৫% এবং ১৭.৬%। ২০১১ সালের Bangladesh Institute of

বিষয়	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	মোট
সমিতির নিবন্ধন	৭,৫৯৭	১২,২৩৮	১১,৪০৭	১৮,১৫১	১২,২০৭	৬১,৬০০
সদস্য অন্তর্ভূক্তি	১৪,৩০,১৬৪	১২,০১,০৭৪	৯,৭১,০৬২	১৩,৫৪,৬৮৮	৫,৫৪,৭০৮	৫৫,১১,৬৯৬
মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্তি	৪,৭৭,৬৪২	২,৭৩,৭৬৬	২,৪,০৬৪	৪,৪৩,৩৮৫	১,৩৬,৫৯১	১৫,৫৫,৪৪৮
অডিট ফি আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৫৬.৭০	৩৪৫.৩৩	৩১৮.৫৬	২৯৪.৮২	২৪৩.৬৮	১,৫৫৯.০৯
প্রশিক্ষণ (জন)	১০,১৮৪	১৪,৩৫৯	৯,৭৬৩	৯,৪৬৪	৬,৮৫৮	৫০,৬২৮

(গত ৫ বছরের সমবায় খাতের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান)

Development Studies কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় জিডিপিতে সমবায় খাতের অবদান ১.৮৮%।

৫.

পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে এসে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৫,১৫৬.০৩ লক্ষ টাকা। এ কার্যক্রম শুধু নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নই ঘটাচ্ছে না বরং সমবায়ের অভ্যন্তরের গণতন্ত্রের চর্চা নারীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করছে।

৬.

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নমুলক সমবায় দর্শনের গভীর তাৎপর্য ধারণ ও লালন করে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বর্ণাঢ্য নেতৃত্বের অপূর্ব আভায় উন্নয়ন দর্শনেও সমবায় খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুই ১৯৭৩ সালে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আজও দেশের বৃহত্তম তরল দুধ উৎপাদন ও বিতরণকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একটি মেধাবী জাতি গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে সারা দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মিল্ক ভিটার কারখানা গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান আছে। যার মধ্যে "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরঅঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গবাদী পশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প" অন্যতম। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২,৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৭.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচিত্রমুখী সফল নেতৃত্ব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল হীনতা, নীচতা, অন্যায়, অনাচার ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তাই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্নপ্রসূত "একটি বাড়ী, একটি খামার" প্রকল্পের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" এর লক্ষ্যে ৩৯,৮৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।

৮.

জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goal (SDG) তে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, সব শিশুর জন্য সমান শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসনসহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নে মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। SDG এর প্রতিটি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সমবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ০৬টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১. Rural Employment Generation and Poverty Reduction;

২. Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy;

৩. Agriculture Value Chain Development through Cooperatives;

৪. Institutional Development and Capacity Building;

৫. Strengthening of Cooperative Movement;

৬. Improving Service Delivery System through Information and Communication Technology (ICT).

SDG এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমবায় চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবারের "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত যুগোপযোগী।

৯.

সমবায় সমিতিসমূহকে উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলা, কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো উন্নয়নমুখী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন :

- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;
- সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
- সমবায় খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানা খাত হিসেবে (অনুচ্ছেদ ১৩-খ) স্বীকৃত সমবায়কে সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা;
- সম্ভবনাময় ক্ষেত্রে সরকার-সমবায় অংশীদারিত্বের (Public-Cooperative Partnership) ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন;
- সমবায় অধিদপ্তরের জনবল, অবকাঠামো, পরিবহন এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের সংস্থান নিশ্চিত করা;
- সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমবায়ের সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের জনবল সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম উন্নয়ন এবং অবকাঠামোর আধুনিকায়ন;
- সমবায় ক্যাডারের বিদ্যমান পদসমূহের আপ গ্রেডেশন ও বেতনস্কেল উন্নীতকরণ;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ;
- সর্বোপরি সমবায় অধিদপ্তরকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পরিবর্তে উন্নয়নমুখী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

১০.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন "আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই যে সমাজে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে। গ্রামকেই করতে হবে অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ"। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ও মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে অঙ্গীকার, সে অঙ্গীকারে অঙ্গীভূত ও অংশজন হয়ে কাজ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের পক্ষ থেকে আজ একাত্মতা ও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি।

মোঃ আব্দুল মজিদ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৬

ফিরে দেখা

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তৃতা করেন এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি, জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, এলজিআরডি ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এম.পি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. মফিজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, সমবায়ের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা সকলেই

আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

অনুষ্ঠানে ১০টি ক্যাটাগরিতে পাঁচ জন সমবায়ী ও পাঁচটি সমবায় সমিতিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পদক তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণের পদক এবং সনদপত্র দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায় একটি দর্শন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তির সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, কৃষি জমি নষ্ট করে কারখানা নয়, চাষ উপযোগী জমি সংরক্ষণ করতে হবে। পণ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর শিল্প-কারখানা হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। এ জন্য সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন আমাদের শিল্পায়নে যেতে হবে। যে অঞ্চলে বেশি কাঁচামাল পাওয়া যাবে সেখানে সেই শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব।'

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ এবং সংশোধিত সমবায় আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'দেশে সমবায়ভিত্তিক একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আর ক্ষুদ্রঋণ নয়, আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করছি। গড়ে তুলেছি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৪০ হাজার ৫২৭টি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। আমরা মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেটসহ নানা উন্নত প্রযুক্তিকে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছি। গ্রামে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র গড়ে তুলেছি। এখন সাধারণ জনগোষ্ঠী ঘরে বসেই অনলাইনে তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতে পারছেন, জনগণ কিনতে পারছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আর্থসামাজিক উন্নয়নের সব সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সামনে আমাদের আরো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৬ উদ্যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি এর নেতৃত্বে র‍্যালিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. মফিজুল ইসলাম এবং সমবায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম

খুলনা

রংপুর

রাজশাহী

সিলেট

জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় সেক্টর হিসেবে সমবায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই

ড. তোফায়েল আহমেদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে “মালিকানার নীতি” শীর্ষক ১৩ অনুচ্ছেদে “উৎপাদন যন্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে : (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়াত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা;

একটি পৃথক সেক্টর হিসাবে এখানে সমবায়কে পৃথকভাবে অর্থায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রয়োজন। প্রয়োজন মুক্ত বাজার অর্থনীতির একটি সমাজে ক্ষুদ্র পুঁজির যথাযথ বিকাশের জন্য নীতিগত সহায়তা। এ জন্য যেটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো সমবায়ের নিজস্ব ‘সেক্টর ব্যাংক’

এবং ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।” সংবিধানের বিধান বলে সমবায় খাত বা সেক্টর জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় সেক্টর বা খাত হিসাবে নির্ধারিত। কিন্তু সরকারের উন্নয়ন নীতমালা, পরিকল্পনা দলিল, জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য নির্ধারক নীতি ও কর্মকান্ডে সমবায়ের সে স্থান টুকু কোনভাবে রক্ষা করা হচ্ছে না। সরকার সমবায়ী কেউই এ বিষয়ে সচেতন না।

সংবিধানের এ বিধানটাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলে শুধুমাত্র সমবায়ের জন্য নয়, সমবায় ও সমবায়ীগণ দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে অনেক ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এ জন্য সমবায়কে আর্থিক অনুদান দেয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু নীতিগত প্রণোদনাই যথেষ্ট হবে।

দীর্ঘ দিনের নীতিগত অবহেলার একটি প্রধানতম দিক হচ্ছে সমবায় সেক্টর হিসেবে সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হলেও সরকারি নীতিমালায় সে স্বীকৃতির কোন প্রয়োগ নেই। ফলে সেক্টর হিসাবে এর কোন গুরুত্ব নাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়ন নীতিমালা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করনীতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানী- রপ্তানি নীতি, ব্যাংক কোম্পনী আইন, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন সর্বত্র সরকারি মালিকানাধীন ও ব্যক্তির জন্য যে নীতি রয়েছে, সেখানে সমবায়ের জন্য কোন নীতিগত সামঞ্জস্য রাখা হয়নি।

সমবায় মানে সমবায় অধিদপ্তর নামক ক্ষুদ্র একটি সরকারি দপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন কতগুলো দুর্বল প্রতিষ্ঠান, সমবায়ী নামক কিছু সুযোগ সন্ধানী, দুর্নীতিবাজ, অসৎ মানুষের সমাবেশ। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিকাশের উপযোগী আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমান সমবায়ের নেই। সম্মিলিত ক্ষুদ্র পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। নেই স্বচ্ছতার সাথে অর্থায়নের কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

একটি পৃথক সেক্টর হিসাবে এখানে সমবায়কে পৃথকভাবে অর্থায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রয়োজন। প্রয়োজন মুক্ত বাজার অর্থনীতির একটি সমাজে ক্ষুদ্র পুঁজির যথাযথ বিকাশের জন্য নীতিগত সহায়তা। এ জন্য যেটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো সমবায়ের

নিজস্ব ‘সেক্টর ব্যাংক’ । দেশে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারি খাতেও ব্যাংক রয়েছে। কিন্তু সমবায় খাতে কোন ব্যাংক গড়ে ওঠেনি।‘ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক’ নামক যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, সেটি কোন সেক্টর ব্যাংক নয় বা সেক্টর ব্যাংকে রূপান্তরের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও নয়। দেশে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বা বর্তমানে MCRA (Micro Credit Regulatory Authority) এর অধীনে অসংখ্য এনজিও আথিক প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিকে ঋণ কার্যক্রম চালাচ্ছে। পিকেএসএফ এনজিওদের অর্থদাতা হিসেবে কাজ করছে। তারা কি ব্যক্তি খাত না সরকারি খাত তার সংজ্ঞায়ন নেই।

কিন্তু সমবায় কারও সহায়তা পাচ্ছে না, না পিকেএসএফ না ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অথচ ঐতিহাসিকভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশ যখন ছিল সীমিত, তখন সমবায় ই বিকল্প ব্যাংক হিসেবে সারাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। এখন দেশে একচেটিয়া পুঁজির দাপটে ব্যাংকগুলো কতিপয় ধনীর হাতে জিম্মি। সে ব্যাংক লবি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় একক আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে এবং সমবায়ের ব্যাংকিং কার্যক্রম আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি গত তিন দশক ধরে সমবায় সেক্টরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী করে আসছি। বিষয়টি সমবায় আমলা, সমবায়ী এবং সরকার কেইউ আন্তরিকতার সাথে ভেবে দেখছে না। সমবায়ের সুরক্ষার জন্য একটি সমবায় সেক্টর ব্যাংক প্রয়োজন। দেশে অনেক ব্যাংক। আনসার ভিডিপি ব্যাংক, সেনা বাহিনীর ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ৩০ এর বেশি বেসরকারি ব্যাংক। কিন্তু দেশের কোটিরও অধিক সমবায়ীর জন্য কোন ব্যাংক নেই।

কীভাবে সমবায়ীর জন্য সেক্টর ব্যাংক গঠিত হবে?

- এ ব্যাংকের পুঁজির যোগানদার হবে সমবায়ীগণ নিজেরা;
- এ ব্যাংক সমবায়কে আবার পুঁজি সরবরাহ করবে,
- এ ব্যাংকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এজেন্সী ব্যাংকিং করবে।
- এ ব্যাংকে সমবায় সমিতির আর্থিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনার সহায়তা করবে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।
- এ ব্যাংক শেয়ার বাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শেয়ার বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করবে।
- সমবায় সেক্টর ব্যাংক পুর্ণাঙ্গ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- পেশাদার ব্যাংকারদের মাধ্যমে এ ব্যাংক পরিচালিত হবে এবং সমবায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকই হবে এ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক।
- এ ব্যাংকে ৬০% শেয়ার হবে সমবায়ীদের, ১০% উদ্যোক্তা সমবায় সমিতির, ২০% শেয়ার বাজারের এবং ১০% সরকারের।
- সরকার একটি বিশেষ আইন বলে এ ব্যাংক গঠন করবে।

উদ্যোক্তা সমবায় সমিতি ও সরকারের শেয়ার নিয়ে এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমবায়ী ও শেয়ার বাজারের শেয়ার উম্মুক্ত করে বাকী শেয়ারের শর্ত পূরণ করে নিবে। নেদারল্যান্ডের “রাবো ব্যাংক” সে দেশের সমবায়ীদের ব্যাংক। সেটি সে দেশের বৃহত্তম ও সফল বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশে সমবায় সেক্টরের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা ১০ বছরের মধ্যে দেশের বৃহত্তম ব্যাংকে পরিণত হবে।

পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে একটি সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠান এনজিওদের শুধু অর্থের যোগানদাতা নয়, তারা এনজিও’র ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক স্বচ্ছতা আনয়নেও যথেষ্ট সহায়তা দিয়ে থাকে। পিকেএসএফ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক এ দু‘টো মডেলের সমন্বয় সমবায় সেক্টর ব্যাংক যেমন হবে, তেমনি হবে বাণিজিক ব্যাংকের সেবা প্রদান দক্ষতা। তবে দুর্নীতিবাজ সমবায়ী, অদক্ষ, অ-ব্যাংকার আমলা, সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ এদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ব্যবস্থা ও বিধান অবশ্যই সতর্কতার সাথে রাখতে হবে।

সমবায় সেক্টর ব্যাংকে সমবায় আমলা বা সাধারণ আমলাদের অযাচিত কর্তৃত্ব রাখলে তা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি আধা সরকারি ব্যাংকের ভাগ্যবরণ করবে। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা মডেল স্মরনীয়। সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে পেশাদার ব্যাংকারের হাতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা অর্পন করতে হবে।

সমবায় সেক্টর ব্যাংক পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আরো অনেক বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় আসবে। তবে সর্ব প্রথমে প্রয়োজন একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ সমবায় সেক্টরের জন্য একটি একক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। একটি স্বতন্ত্র ও দক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া এ মূহুর্তে দীর্ঘ মেয়াদে সমবায়কে সুরক্ষা ও বিকাশের অন্য কোন বিকল্প নেই। বেসরকারি ব্যাংক লবির একচেটিয়াত্ত্বের বিপদ সম্পর্কে জাতি ও পুরো আর্থিক সেক্টরের সচেতনতা প্রয়োজন। সমবায় সেক্টরের এ ব্যাংক বৃহৎ পুঁজির খপ্পর থেকে ক্ষুদ্র পুঁজির একটি টেকসই রক্ষা কবচ হিসেবে উদ্ভব হতে পারে।

সূত্র : ১. তোফায়েল আহমেদ (২০১১) বৃত্ত ও বৃত্তান্ত (পৃষ্ঠা ২৩২-২৯৪), বাংলাদেশে সমবায়ের ভবিষ্যত; একটি রোড ম্যাপের খসড়া।
২. মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ও সমবায় খাতের পূণর্গঠন।
৩. একুশ শতকের পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি।
৪. পল্লী উন্নয়ন দার্শনিক আখতার হামিদ খান), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনে

জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২০১৫ সালের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত সমবায় সমিতি/ সমবায়ীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/ সমবায়ী নির্বাচনের জন্য জাতীয় কমিটির সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/ সমবায়ী নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্তদের তথ্যসমূহ চূড়ান্তভাবে যাচাই, বাছাই ও পর্যালোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্য থেকে মোট ১০ শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি ইস্রাফিল আলম এমপি এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন উৎপাদনমুখী সমবায়

ধীরাজ কুমার নাথ

দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন ও প্রগতির দর্শন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোষনমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক এবং বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের দেশ গড়তে প্রয়োজন সমবায়ী উদ্যোগ এবং সমবায়ী চেতনা। সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব টেকসই অর্থনীতির চেতনার সর্বত্র প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন। তবে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে হলে সমবায় সমিতি সমুহকে উৎপাদনমুখী হতে হবে যার অর্থ হচ্ছে জিডিপিতে অবদান রাখতে হবে উল্লেখযোগ্য ভাবে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অবদান রাখতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব টেকসই অর্থনীতির আদর্শ সর্বত্র প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন করা। সমবায়ের পথ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথ এবং উন্নত দেশ গড়ার অন্যতম পন্থা ও পদ্ধতি।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে জমি - জলা - বনভূমির অধিকার শক্তিধরদের হাত থেকে নিয়ে "লাঙ্গল যার, জমি তার" হস্তান্তর করতে পারলেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং উৎপাদনও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায়ের সন্মেলনে প্রদত্ত ভাষনে বলেছেন,"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে -এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে।" (বঙ্গবন্ধু -সমতা -সামাজ্যবাদ ; আবুল বারাকাত। পৃষ্ঠা ৯৪)।এই বক্তব্যরে মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু টেকসই অর্থনীতি এবং স্বদেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়নের দর্শন ভিত্তিক ভাবনার সুত্রপাত করেছিলেন এবং সমবায়কে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে সমবায়কে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীদেও মতে, সমবায় গড়তে পারে শান্তির সমাজ ব্যবস্থা, দেখাতে পারে উন্নয়নের সঠিক পথ,এই সত্যটি তখন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সর্বত্র। উৎপাদনমুখী সমবায়কে উৎসাহ দিয়ে উন্নয়নের পথে আমাদের অভিযাত্রার এখনো রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ, যাকে কাজে লাগানো এখন অত্যন্ত জরুরী।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বময় শান্তি স্থাপনের অন্যতম শর্ত, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শান্তি স্থাপনের জন্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই একমাত্র উত্তর নয়। সামাজিকভাবে যদি শান্তির বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়না এবং শান্তির বার্তা টেকসই হয়না। সামাজিকভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারে একমাত্র সমবায় সমিতিসমুহ তাদের মিলিত উদ্যোগে এবং সমিতির সদস্যদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতার মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, একা একা খেলে ক্ষুদা নিবারণ হয়, কিন্তু পাঁচজনে বসে একত্রে খেলে ক্ষুদা মিটে এবং একইসঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতিও প্রতিষ্ঠা হয়। এখানেই হচ্ছে সমবায়ের মর্মবানী এবং মৌলিক আর্দশের বার্তা যা সমবায়কে সবার কাছে ,সবার মাঝে একমাত্র সহমর্মিতার দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু স্বপ্ন বলতে আমরা কি বুঝি ? অধ্যাপক এ পি জে আবুল কালাম, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার "উইংস আব ফায়ার" গ্রন্থে লিখেছেন, "ঘুমের মধ্যে তুমি যা দেখ তা স্বপ্ন নয় , স্বপ্ন হচ্ছে তাই যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।" (Dream is not that you see while sleeping, it is something that does not let you sleep.)। তিনি আরও বলেছেন "সামনে এগিয়ে যেতে হলে এবং স্বপ্নকে সত্য করতে হলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করতে হবে।

বাংলাদেশের জনগন ও সরকার স্বপ্ন

'একা একা খেলে ক্ষুদা নিবারণ হয়, কিন্তু পাঁচজনে বসে একত্রে খেলে ক্ষুদা মিটে এবং একইসঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতিও প্রতিষ্ঠা হয়'

দেখতে শুরু করেছে যে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হবে এবং এই দেশের জনগণ উন্নত বিশ্বের প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসাবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে। সরকার ও জনগনের ভাবনায় উন্নত দেশের চিন্তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে, অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে এহচ্ছে সাফল্যের সোপান। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে দেশবাসী এবং তাদের চিন্তা ও চেতনায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হচ্ছে সবার মধ্যে অতিদ্রুত, যা তাদের কর্মকান্ড এবং আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্রশ্ন হচ্ছে উন্নত দেশ বলতে আমরা কি বুঝি এবং উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিসমুহ এ সকল উন্নত দেশ গড়তে কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। উন্নত দেশের কয়েকটি দৃশ্যমান উপাত্ত আছে যার প্রথমটি হচ্ছে মাথা পিছু আয়। বর্তমানে বাংলাদেশের জনগনের মাথা পিছু আয় হচ্ছে ১৬০২ আ: ডলার এবং জি ডি পি বৃদ্ধি হচ্ছে ৭.২৪ শতাংশ হরে যা আশাব্যঞ্জক, কিন্তু উন্নত দেশ গড়তে হলে অনেক দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। উন্নত দেশ গড়তে হলে ২০৪১ সালের মধ্যে মাথা পিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২,০০০ আমেরিকান ডলার। ২০৪১ সাল আসতে আর মাত্র ২৪ বছর বাকি, তার মধ্যে জনগণের মাথাপিছু আয় ১,৬০২ থেকে ১২,০০০ আ: ডলারে উন্নীত করতে হবে। আপাতদৃষ্ঠিতে মনে হবে এহচ্ছে এক বিলাসী কল্পনা এবং স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এই স্বপ্নকেই আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের সামনে এহচ্ছে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

উন্নত দেশ হতে হলে প্রতিবছর কমপক্ষে ১০ শতাংশের উর্দ্ধে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। গণচীন বিগত এক দশকের বেশী সময় ধরে বছরে প্রায় ১২ থেকে ১৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে বলেই তারা আজ বিশ্ব সভায় সন্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে থাকা গণচীন আজ এক জাগ্রত সিংহ। তাই প্রয়োজন সর্বত্র উৎপাদন মুখী কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করা এবং বহুমুখী বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসুচীর মাধ্যমে দেশের জি ডি পি বৃদ্ধি করা, যার অর্থ হচ্ছে অধিক উৎপাদন।

বর্তমানে যে প্রবৃদ্ধির হার আছে তা দারিদ্র বিমোচনের পথে সহায়ক, কিন্তু উন্নত দেশ গড়ার পথে আদৌ যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে এখন মঙ্গা নেই সত্য, কিন্তু রাস্তায় ভিখারির সংখ্যা কমছে না । এখনো বাংলাদেশে প্রায় ৯.৯২ শতাংশ লোকজন হত দরিদ্র, দিনে দু-বেলা খেতে পায় না। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হচ্ছে ২৪.৩০ শতাংশ যা অবশ্যই অনভিপ্রেত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার যা হতে হবে কমপক্ষে ২০০ বিলিয়ান আ: ডলার। এমনিভাবে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাত্ত অতিদ্রুত বৃদ্ধি করতে না পারলে বা যে কোনভাবে উপাত্ত আগামী দশ বছরে প্রায় দশ থেকে বার গুন বৃদ্ধি করতে না পারলে উন্নত দেশের স্বপ্ন হবে শুধুমাত্র বিলাসী কল্পনামাত্র।

প্রবৃদ্ধির হারকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করতে হবে। ১৯৬৭ সালে এই ভুখন্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.৩ শতাংশ এবং টিএফআর (মহিলা প্রতি প্রজননের হার) ছিলো ৬.৬ শতাংশ, যা এখন হ্রাস পেয়ে উপনীত হয়েছে ১.৩৭ শতাংশ এবং ২.৩ শতাংশ এর মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস ও টিএফআর হ্রাসের এই গতিপ্রকৃতি অবশ্যই সাফল্য কিন্তু উন্নত দেশ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উন্নত দেশ হতে হলে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার হার বৃদ্ধি করে বর্তমান ৬৩ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং টিএফআর আনতে হবে শূন্যের কোঠায়। সামাজিক সংগঠন হিসাবে সমবায় সমিতিসমুহ এই ক্ষেত্রেও বিশাল ভুমিকা রাখতে পারে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে সরকারের সকল উদ্যোগ চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হবে এবং জাতির অগ্রগতি তথা উন্নত দেশের ভাবনা স্বপ্নই থেকে যাবে। সমবায় সমিতিসমুহকে জিডিপি বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখতে হবে। বর্তমানে একটি সমীক্ষা অনুসারে দেখা যায় সমবায় সমিতি সমুহ জিডিপিতে মাত্র ৫ শতাংশ অবদান রাখে যা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য নয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার সমবায় সমিতি আছে। এ সকল সমবায় সমিতি বিভিন্ন উৎপাদন মুখী কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্টভাবে সর্ম্পৃক্ত। কৃষি , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বস্ত্র শিল্প, তাঁতের কাপড় বুনন, হস্ত শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করণ, গৃহ নির্মান, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড সবই উৎপাদন মুখী এবং দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মৌলিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের আরও অধিক অবদান রাখতে পারে এ সকল সমিতি। দারিদ্র বিমোচনে সমবায় সমিতি সমুহের সুযোগ অফুরন্ত। এছাড়াও কৃষি, হস্ত শিল্প, মৎস্য উৎপাদনে উদ্ভাবনী মুলক প্রকল্প গ্রহণ ও কর্মকান্ড পারিচালনা করে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারে সমবায় সমিতিসমুহ। উৎপাদন মুখী কর্মকান্ডে সমবায় সমিতি সমুহের অবদান রাখার সুযোগ সীমাহীন ও অফুরন্ত ।

দু:খজনক হলেও সত্য যে সমবায় সমিতি সমুহকে জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, গণচীন, নরওয়ে সুইডেন এর মতো বৃহৎ পুজিঁ বাজারের অনুপ্রবেশ করে, প্রচুর বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বৃহৎ কৃষি খামার গঠনে সরকারের সরাসরি অনুপ্রেরণা প্রদান না করার ফলে সমবায় অনেকটা মৃত খাতে পরিণত হতে চলেছে। সরকারের বাজেটে সমবায়ের জন্য কোন উৎসাহদান মুলক বার্তা থাকে না, কোন প্রকার বরাদ্ধও থাকে না। বিভিন্ন বে-সরকারী সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে সমবায় সমিতি। তাই কমপক্ষে ১৫ শতাংশ সমবায় সমিতি শুধুমাত্র রেজিষ্ট্রি নাম্বার বহন করছে, কোন প্রকার কর্মকান্ড পরিচালনা করে না। এদেরকে বলা হয় নির্জিব বা ঘুমন্ত সমিতি। এমন সমিতির সংখ্যা বাড়ছে। তবে সেবাদান ও প্রযুক্তি প্রদান খাতেও বেশকিছু সমিতি উদ্ভাবনীমুলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে শুরু করেছে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে সমবায় সমিতি সমুহকে সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতা দান অত্যন্ত জরুরী বলে অর্থনীতিবিদগণের অভিমত। প্রত্যেক সমবায় সমিতি এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে মুলধন সৃষ্টি করে উন্নত দেশ গড়ার অভিযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এই লক্ষ্যে সরকারী উৎসাহ প্রদান করার এখন সময় এসেছে।

সমবায়ীদের চিন্তায় ও মানসিকতায় সমবায়ী মুল্যবোধ প্রতিষ্টা করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হবে। কলিন পাওয়েল এর ভাষায় বলতে হয়, “সাফল্যের কোন গোপনীয়তা নেই, এ হচ্ছে প্রস্তুতির ফলাফল। কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যর্থতা থেকে থেকে শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতি হচ্ছে সাফল্য । মনে রাখতে হবে, “Excellence is a continuous process , not an accident.

● ধীরাজ কুমার নাথ : সাবেক সচিব

ফাইল ছবি

‘সমবায় পণ্য’ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৩তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মেলায় ‘সমবায় পণ্য’ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায় ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুর্যাল উদ্বোধন

সমবায় ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুর্যাল উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

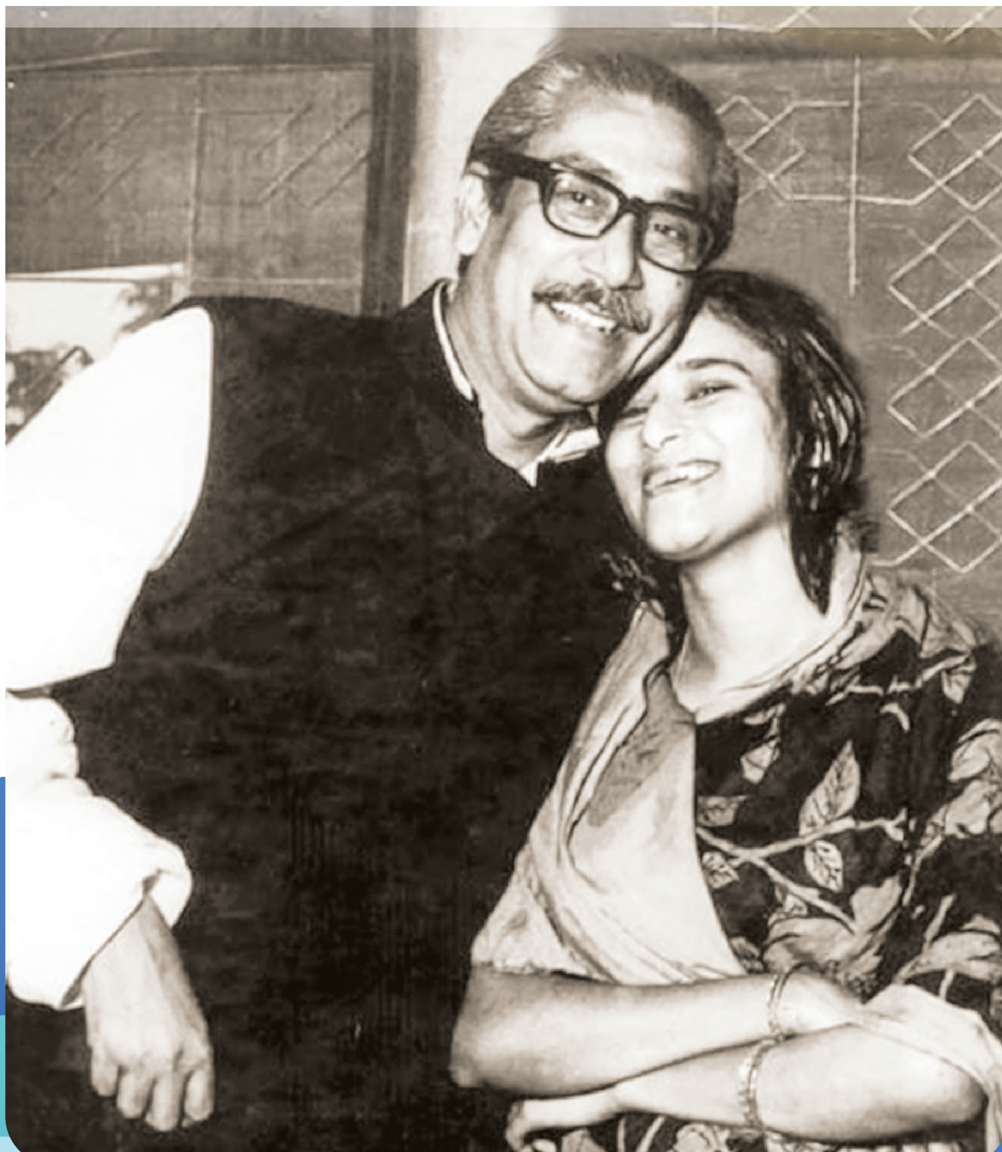

সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নে রংপুর সমবায় বিভাগের উদ্ভাবন কার্যক্রম

অজয় কুমার সাহা

নাগরিক সেবা সহজ করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য রংপুর সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। এক ঝাঁক উদীয়মান ও তারুণ্যে ভরা কর্মী সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। নানামুখী উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ এবং পাইলটিং এ আশা জাগানিয়া সাফল্য অর্জন করেছেন। সমবায় অধিদপ্তরের কার্যধারার সাথে সম্পর্ক রেখে সৃষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে আন্দোলিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i কর্তৃক এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক ও কর্মবিমুখ সমবায়ের বিপরীতে সৃষ্টিশীল ও উৎপাদনমুখী সমবায়ের বিকাশে দারুন সহায়ক হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি উদ্ভাবন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়া মানেই সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের মানোন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের একজন সার্থক ও সৃষ্টিশীল কর্মী হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করা। উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত হওয়া মানে নেতিবাচক অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেড়িয়ে আসার পথরেখা তৈরী হওয়া।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজ করে সেবা গ্রহিতার কাছে পৌঁছার কৌশল বের করাটাই আসল কথা

উদ্ভাবনের মূলকথা

বর্তমানে আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে তা হলো নাগরিকদের জন্য যে সকল সেবা চিহ্নিত করা আছে এবং দেয়া হচ্ছে তা কতটুকু কার্যকর, মানসম্পন্ন ও সহনীয়। এর মধ্যে টিসিভি ও ভোগান্তি অসহনীয় কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। এখানে বিদ্যমান প্রক্রিয়া সহজভাবে উপস্থাপন বা বিদ্যমান বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রচলিত অনেক সেবা দান পদ্ধতিতে নানারকম অসঙ্গতি রয়েছে। রয়েছে জন দুর্ভোগ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনিয়ম, অসঙ্গতি, অব্যবস্থাপনা নিয়মে পরিণত হয়েছে। সেবা প্রদান ও গ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনাগত অবস্থান এবং উভয়ের মধ্যে অদৃশ্য দুরত্ব বিদ্যমান থাকায় এ অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

সে কারণে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। এক তথ্যে দেখা যায়, সরকার ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রকল্প 'একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম' নাগরিক সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টিম'গঠনের নির্দেশনাসূচক ৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বর্তমানে জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার সুযোগ তৈরী করার জন্য কাজ করছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজ করে সেবা গ্রহিতার কাছে পৌঁছার কৌশল বের করাটাই আসল কথা। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে কাজটা সহজ নয়। কেননা জনপ্রশাসনের গতানুগতিক কাজের বিপরীতে নতুনত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব পালনের ধারায় সাধারণত কেউ আসতে চায় না। এরজন্য প্রয়োজন মানসিক স্থিরতা, দৃঢ়তা, আন্তরিকতা, সৃষ্টিশীলতা। এখানে 'সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ও দেবার আনন্দের শেষ নেই'- মনে স্থান দেয়াই আসল কথা। ব্যক্তি স্বার্থ নয়, নিঃস্বার্থই হবে স্বার্থ। উদ্ভাবন বা নতুনত্ব সৃষ্টির ফলে সেবা গ্রহীতার জীবন মানে স্বাচ্ছন্দ্য আনবে এবং সেবা গ্রহিতাকেও উদ্ভাবনী ধারায় যুক্ত করা গেলে সাফল্য দ্রুত আসবে।

উদ্ভাবনকে একটা শৈল্পিক রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন সার্বিক সমন্বয়ের। এখানে দাতা ও গ্রহিতার মাঝে আছে প্রশাসন। উদ্ভাবনে উদ্ভাবকের ভূমিকাটাই প্রধান। ধাপে ধাপে তাকে অগ্রসর হতে হয়। বাধা, বিপত্তি ও বিড়ম্বনা এখানে নিত্য সঙ্গী। এটা কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে অবিচল থাকাটাই একজন উদ্ভাবকের বড় গুণ। উদ্ভাবনের মহিমায় যখন সেবা গ্রহিতার মুখে হাসি ফুটবে তখনই উদ্ভাবনের সার্থকতা ফুটে উঠবে।

মূল সমস্যা

উদ্ভাবনের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রারম্ভে খুব জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন অগ্রসর হবো তখন কাজটা খুব সোজা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ভাবন সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মাঠ প্রস্তুত আছে কিনা? নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজ করে সেবা গ্রহিতার দোরগোড়ায় পৌঁছার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা।

দ্বিতীয়তঃ চেতনাগত উন্নয়ন ও নৈতিকতা, তৃতীয়তঃ প্রশাসনিক জটিলতা। চতুর্থতঃ

প্রশিক্ষণ। পঞ্চমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকুলে না থাকা। ষষ্ঠতঃ তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান ও উপকরণের অভাব। সপ্তমতঃ সেবা গ্রহিতার সম্পৃক্ততা বা তৃনমূলের অংশ গ্রহণ না থাকা ইত্যাদি।

সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়া এবং মাঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সমন্বয় সাধন করা গেলে এই সমস্যাগুলো থেকে সহজেই বেড়িয়ে আসা সম্ভব।

রংপুর সমবায় বিভাগের উদ্ভাবন

উল্লেখিত বিষয়গুলো সামনে রেখে রংপুর সমবায় বিভাগের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দায়িত্ববোধে জাগ্রত হয়ে তৃণমূল সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্ভাবনী মহিমাকে কাজে লাগিয়েছেন। বিভাগীয় কর্মপরিধির সাথে সম্পর্ক রেখে বা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে সফল হয়েছেন। অনেকেই যে কারনে উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ ও পাইলটিং এ স্বাধীনতা থাকায় এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থবহ মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালনা করায় রংপুর সমবায় বিভাগের উদ্ভাবনে স্বাচ্ছন্দ্যের সুবাতাস বইছে। ৮টি জেলায় নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশে সকল কর্মীকে জাগ্রত করণ এবং তৃণমূল সমবায়ীদেরও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ৮টি জেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শোগানের মাধ্যমে রংপুর সমবায়কে সর্বমহলে পরিচিত করানো সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবন ও রংপুর সমবায় আজ এই সূত্রে গ্রথিত।

উদ্ভাবনের মহিমায় জনাব মামুন কবীর, উপজেলা সমবায় অফিসার, সদর, পঞ্চগড় উদ্ভাবন এবং জন প্রশাসন পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। জনাব মোঃ আবতাবুজ্জামান, উপজেলা সমবায় অফিসার, নীলফামারী সদর জেলা পর্যায়ে সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা উদ্ভাবনসহ নানা পদেকে ভূষিত। জনাব অজয় কুমার সাহা, উপ নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর উদ্ভাবন এবং দেশ সেরা মেন্টরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাঁর কর্তৃক "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন : কি, কেন এবং কিভাবে" নামক বই প্রকাশ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার। এছাড়া উদ্ভাবকগণ সমবায় বিভাগের সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেরাও প্রশংসিত হয়েছেন। উদ্ভাবনের কারনে সমবায় বিভাগের নাম গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়। দিকভ্রান্ত ও নিরুৎসাহিত বহু সমিতি তাদের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং জীবনমান উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্য দেশে-বিদেশে বাজারজাত করে সমবায় সমিতিগুলো লাভবান হয়েছে। সমবায় বিভাগের মূল কাজ হলো-দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং উন্নয়ন প্রত্যাশী গণমানুষকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে একত্রিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল করা। এক্ষেত্রে আমরা সবাই যদি উদ্ভাবনকে উপজীব্য করে এগিয়ে যাই তবে সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সৃষ্টি হবে নতুন মাত্রা। বাংলাদেশে সৃষ্ট প্রায় দুই লক্ষ সমবায় সমিতির খুব অল্পসংখ্যক সমিতি উৎপাদনমূখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যারাই উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়েছেন তাঁরাই সমবায়ীদের মধ্যে আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁদের সমবায় বান্ধব ও সেবাসহজীকরণ মূলক উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উদ্ভাবনের আহবান ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে বা গতানুগতিক ধ্যান-ধারনার বিপরীতে দাঁড়াতে হয় একজন উদ্ভাবককে। এই ভাবধারায় উদ্ভাবন > পাইলটিং > রেপিকেটিং > বাস্তবায়ন > প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পর্যায়ে এগিয়ে যেতে হয়। এই মূল থিমকে ঠিক রেখে আমরা উদ্ভাবন জগতে বিচরণ করছি।

কিন্তু উদ্ভাবন বা ইনোভেশনে সরব পদচারনায় আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, উদ্ভাবনের গন্ডি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্ভাবনী আদর্শে সীমাহীন নির্মল দিগন্তের স্বাদ নেয়া যায়। টিসিভি সাশ্রয়ের বাইরেও সৃষ্টি হয় আরো নতুনত্ব এবং প্রমাণিত হয় মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও শুদ্ধাচারের অনুপম শৈলী। বিকশিত হয় দায়িত্ববোধ, শানিত হয় বিবেক, পরিশীলিত হয় চেতনা।

এখন উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত ও উদ্ভাবক হওয়া মানে উন্নত উপলব্ধি ও সৃষ্টিশীল মানসিকতার পরিচায়ক। যিনি উদ্ভাবন সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হবেন, উদ্ভাবনকে বিকশিত করতে প্রয়াসী হবেন তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের চেয়ে (যারা উদ্ভাবনে নেই) অবশ্যই আলাদা মর্যাদার অধিকারী হবেন। আপনি উদ্ভাবনে আছে। এটা জোর গলায় বলতে পারার অর্থ আপনি সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ, অন্যের কল্যাণ কামনায় সদাজাগ্রত, টেকসই উন্নয়ন প্রত্যাশী, জীবনবোধে অগ্রগামী একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

শুরু জন্য শেষ কথা

সার্বিক বিবেচনায় সমবায় বিভাগে উদ্ভাবনের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। কেননা এখানে মানুষ, সংগঠন, উন্নয়ন প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা সব কিছুই রয়েছে। তাই সম্ভাবনাময় সমবায়ের যে বিস্তীর্ন মাঠ রয়েছে সেখানে ইনোভেশন পসরা সাজানো হলে অর্জিত সাফল্যে সংশ্লিষ্ট সকলে গর্ব অনুভব করবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। আহ্বান জানিয়েছিলেন গণমূখী সমবায় গড়ার। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, সোনার বাংলাদেশ গড়ি"- ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমাদের সকল কার্যক্রমে প্রাধান্য দেয়া হলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সমবায় বিভাগ হবে মূল কারিগর। এই প্রত্যাশার মানসম্পন্ন রূপায়ন ও টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর কোন বিকল্প নেই। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্ভাবনী মহিমায় সেজে উঠুক সমবায়, গর্বিত হোক বাংলাদেশ।

● অজয় কুমার সাহা : যুগ্ম নিবন্ধক (ভারপ্রাপ্ত), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

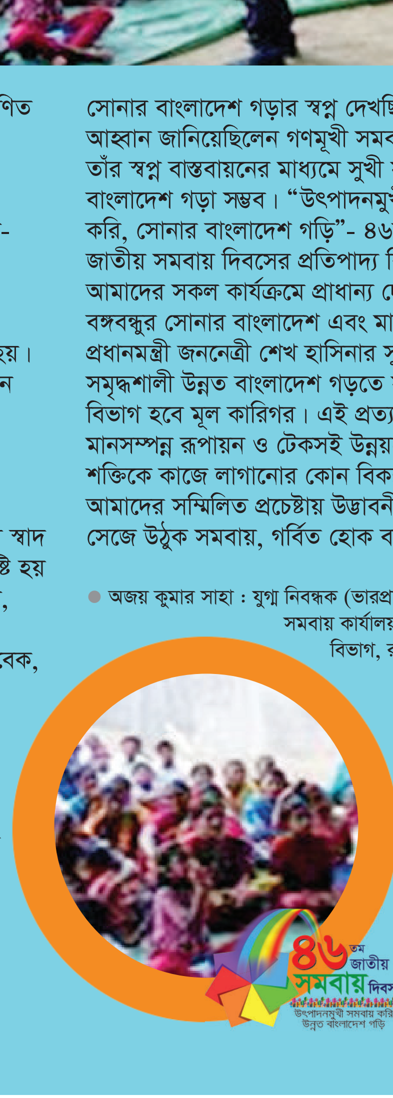

উন্নত সমবায় উন্নত উৎপাদন উন্নততর দেশ

আফতাব হোসেন

সমবায় বলতেই আমাদের সকলের মনে ভেসে ওঠে সাধারণত বিপণনধর্মী সমবায় সংগঠনের কথা কিংবা ক্ষুদ্র ঋণদান সমিতির মতো কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির কথা। এ ধারাটি দীর্ঘকালের গতানুগতিকতা অন্তত আমার মনে হয়। এখন অবক্ষয়ের মুখে আছে কিংবা এসব প্রকৃতপক্ষে সমবায় না হয়ে অন্য কিছুর চেহারা নিচ্ছে বা নিয়েছে। আমরা ব্যাংকিং ধরনের সমবায়ে নানা দূর্নীতির অভিযোগ পেয়ে থাকি। আর এ দূর্নীতি সাধারণত করা হয় , সোসাইটি বা সমবায় আইনে সে সব সুবিধা ও রেয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার অপব্যবহার করে। এসব সোসাইটিতে সাধারণ সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয় ও স্বাভাবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সুদ দেয়া ও নেওয়া হয়। অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তিকে দেখা যায় তারা টাকা জমা রেখেছেন কোঅপারেটিভ-এ মাসিক আয় বাড়ানোর জন্য ও আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল পর্যন্ত এই কাতারে আছেন। অথচ আমাদের দেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়েছে উৎপাদন দিয়ে। সে উৎপাদনের ইতিহাস যদি আমারা লক্ষ্য করি তাহলে আমার দেখবো সেই ১৯৩০-এর দশকের স্বদেশী আন্দোলন আর গান্ধীর স্বনির্ভর গ্রাম গড়ার দর্শনটি কাজে লাগে সমবায় গড়ায়। যেমন ধরা যাক খাদি শিল্পে কথা। ধরা যাক সুতো কাটার কথা। এগুলি কার্যত ছিল সমবায় প্রয়াস। এ সমবায় কিছু সাফল্যের মুখও দেখে। আজ এসব সোনার হরফে লেখা ইতিহাস। আর দুধ উৎপাদন তো বিগত একদশকের বিশ্বসফল সমবায় প্রয়াস। বিশ্বের আর কোথাও যদি শ্বেত বা দুগ্ধ বিপ্লব ঘটে থাকে সেটা এই উপমহাদেশের শ্বেত বিপ্লব। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে কাপড় উপমহাদেশে দেশজ বস্ত্র উৎপাদন, মসলিন-জামদানির উৎপাদন শেষ করে দিতে পারলেও আজও তাঁরশিল্পের সাথে সমবায়ের সম্পর্ক অতি সুনিবিড়। তাঁতের শাড়ী যে অভিনবত্ব দিতে পারে তা আর যাই হোক আধুনিক কার্পাস শিল্প দিতে পারে না। ম্যানচেস্টারে বস্ত্র শিল্পের সে বাহাদুরি আজ আর নেই। কিন্তু উপমহাদেশের তাঁতশিল্প আজও আছে। আর এই তাঁত থেকেই বেরিয়েছে জগদ্বিখ্যাত মসলিন। তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হতো অনেকটা গিল্ড ব্যবস্থায় যা অনেকটাই সমবায়ের অনুরূপ।

উৎপাদনভিত্তিক সমবায়ের গোটা প্রক্রিয়ার সুফল তৃণমুল অবধি পৌঁছে যায়

আমি এই তো সেদিন সমবায় ভবনের বাজারজাতকরণ বিভাগে গিয়ে দেখা পেলাম যশোরের মোমিননগর কোঅপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের বিখ্যাত গামছা আর লুঙ্গি। ঝালকাঠির গামছার খ্যাতি আছে তবে তা সমবায় ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয় না। আজকে আমরা যে গ্রামীণ চেকের কথা শুনি তার আর আসল নাম মাদ্রাজ চেক। লেপ-তোষক, সালু সবই আগে তৈরি হতো হাতে চালিত তাঁতে আর সেগুলির কোয়ালিটিও ভালো। গুণগত মানের তুলনা দেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশের তাঁতের শাড়ি আর ভারতের মিলে গ্রেক্রুথ থেকে তৈরি প্রিন্টের চটকদার শাড়ি। বাংলাদেশের শাড়ি সুনিশ্চিতভাবেই টেকসই বেশী ভারতীয় প্রিন্ট শাড়ি থেকে। এ সবই সম্ভব আমাদের তাঁত শিল্প থেকেই এবং সমবায়ের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে। আমরা এখন উৎপাদনমুখী সমবায়ের আলোচনাতেই রয়েছি। এর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো এ গৃহশিল্পের ব্যাপকতর ভৌগোলিক বণ্টন। আয়েরও সুষম বণ্টন। এক ব্যাপকভিত্তিক দেশবাসীর কাছে উপকার পৌঁছে দেওয়া। বাজারজারজাতকরণ ভিত্তিক সমবায়ে বড়জোর পাইকারি মূল্যের সুবিধাটা খুচরো ক্রেতা-গ্রাহকের কাছে পৌছানো যায়। উৎপাদনভিত্তিক সমবায়ের গোটা প্রক্রিয়ার সুফল তৃণমুল অবধি পৌঁছে যায়।

ভোলার চর ফ্যাশন অঞ্চলে তরমুজ, বাঙ্গি ও কপির মতো সব সবজি চাষ হচ্ছে। তার উৎপাদন ও বিপণন সবকিছুর সুবিধা নেওয়ার জন্য সেখানে নানা সমিতি গড়ে উঠেছে এবং সেগুলি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা এগুলিকে ফুলসাইকেল সমবায় বলতে পারি। এখানে কাঁচা ও পচনযোগ্য ফসলের উৎপাদকদের মধ্য বেরিয়ে এসেছে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের চমৎকার আইডিয়া। নামী-দামী এনজিওগুলি এখন নিজেরাই চাষীদের কাছে ছুটে এসেছেন আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে। তাদের কৃষক প্রতিনিধিদল সরেজমিন সফর ও পরিদর্শনে আছেন চরফ্যাশনের সাফল্য থেকে অভিজ্ঞাতা নিয়ে লাভবান হতো। বিষয়টি কি? ভোলার এই অঞ্চলের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় আবাদের উঠতি কাঁচা ও পচনশীল ফসল বাজারজাত করতে গিয়ে। কারণ ঐ প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে কাঁচা ফসল একসাথে অনেক ফসল কেনার ক্রেতা নেই। ক্রেতা রয়েছে শহর-নগরে। এটা আমরা বলছি উৎপাদন বা আউটপুট বেচাকেনার সমস্যা। একজন কৃষক যখন একা তার কাঁচা ফসল বাজারে নিয়ে আসেন তখন ক্রেতা পাওয়া যায় না। ফড়িয়া বা ব্যাপারীরা যখন এই সুদূর এলাকায় আসেন তখন তাদের

বেশি ফসল একসাথে পেলেই যানবাহন ও অন্যান্য খরচ তাদের জন্য লাভজনক হয়। তাই চাষীরা তাদের ফসল একত্র করে বাজারে আনার ব্যবস্থা করলেন। অনেক ফসল এক সঙ্গে বিক্রিও হলো, ফসলের ভালো দামও পাওয়া গেল। আবার ফসলও বাজারের অপেক্ষায় থেকে পঁচে নষ্ট হওয়ার ক্ষতিও এড়ানো সম্ভব হলো। এরপরে আসে ইনপুট বা কৃষি উপকরণের কথা। সার, কীটনাশক, বীজ, সেচের পানি, সেচযন্ত্র, টিলার বা কলের লাঙ্গল ইত্যাদি যদি সমবেত ভিত্তিতে একত্রে কেনা যায় এবং এ বিষয়ে বহুজাতিক কোম্পানি বা ঋণদাতাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে আসা যায় তাহলে ঢের সাশ্রয় হতে পারে, আমলাতান্ত্রিক লালফিতাও এড়ানো যায়; সেখানেও বিপুল ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব। এই যে ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং-এর কথা বলছি সে প্রয়াস যে অনেকখানি সফল হতে চলেছে সেটাই আশার কথা। দেশের বিভিন্ন স্থানে 'গ্রোথ সেন্টার' ও দেশব্যাপী এর যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে তাতে আমরা আশাবাদী হতে পারি যে আমাদের বাজার ব্যবস্থায় যে গলদ আছে সেটা কাটিয়ে বাজার অপারেশন অনেকখানি নিটোল হয়ে উঠবে। যেমন, একটি কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে সবজি ও ফলের গাবতলীতে। এখানে আসবে কেবল উৎপাদকের নয়, সমবায়ীদের পণ্য ও কাঁচামাল, আসবে, আসতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কমলা লেবু, উপজাতীয় তাঁত শিল্পজাত পণ্য ইত্যাদি প্রধানত আসবে সমবায়ীদের শ্রমের ফসল হিসেবে, আসবে মধুপুর গড় থেকে। আয়টা যাবে গ্রাম অভিমুখে যদিও উল্টো প্রবাহও সম্ভব যদি নিয়ামক কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর না দেন। গোটা দেশ আজ ফসলের বীজের মূল্য বুঝেছে। সমবায় পদ্ধতিতেই বলা যায় আজ দেশে ফসলের উন্নত ও উদ্ভাবিত বীজ তৈরি করা হচ্ছে। নার্সারী ছড়িয়ে পড়ছে শহর-নগর-বন্দর-গ্রামে যা কেবল উৎপাদন করেই যাচ্ছে নীরবে। পরিবেশে ফিরিয়ে আনছে যা অজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। আমাদের সরকার এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আমাদের দেশে বনভুমি আমাদের আয়তনের ২৫ শতাংশ না হওয়া পর্যন্ত এটির স্বর্ণ সম্ভাবনা বহাল থাকবে। এতে কোনও লোকসান নেই।

দেশকে সবাই মিলে গড়তে হলে দেখতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে সমবায়ের সম্ভাবনা কোথায়। কারণ গরিব আর সম্পদহীনই গরিষ্ঠ। সমবায়ের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এ ধারণার পথিকৃৎ । তারা সমাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কট্টর পুঁজিবাদে কিন্তু কোনো সমাজচিন্তা নেই। কেবলই ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক। পুঁজিবাদের ধারণা হলো 'let individuals make the aggregate and this aggregate makes the Macro Economy' and nothing else.' অথচ রাষ্ট্র হলো একটি সমাজ সংস্থা। 'A contract of the individuals to have a collective entity that is state. আর সে কারণেই জাতির পিতা সমাজ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন। তৃণমূল ছিল তাঁর দর্শন। আই আজও দেখি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণমন্ত্রণায় হলো সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন। আর ঐ দপ্তর যার তিনি সরকারের বোধ করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সাধারণত সরকারে দল প্রধান ঐ দায়িত্বটি পালন করেন।

এখানে কোনো সম্পাদক নেই, পাণ্ডুলিপি তৈরি করার মতো দক্ষ হাত নেই। এমনকি প্রুফ রিডারও নেই। উপযুক্ত প্রমোশন ও বিক্রয় কর্মকর্তা বা সহকারীও নেই। যারা আছে তারা এই প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় নিজেরাই একেক জন প্যারালেল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মালিক। ভুয়া নাম দেখিয়ে তারা এ সংস্থার অর্থ লুঠপাট করছেন বা অপব্যবহার করছেন। অভিযোগ পাওয়া যায় স্বার্থান্বেষী মহল এটির সম্পদ লুটেপুটে খাচ্ছেন আর কথিত ইসলামের সেবায় নিয়োজিত আছেন। এখানে একটি লোকেরও প্রকাশনা শিল্প পরিচালনার ন্যূনতম জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না, সমবায়ের আদর্শবোধ তো দুরের কথা। তাদের এখনকার কাজ হলো বেসরকারি প্রকাশকদের বই বিক্রি করে টাকা বানানো। অথচ এর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান প্রসারে জ্ঞানাগার হিসেবে কাজ করা।

তবে সমবায়ের যেসব খাত উৎপাদনমুখী হতো পারতো তার সবই আশাব্যঞ্জক ফল দিতে পারেনি। সমবায়ের তরফ থেকে আজও তেমন মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কেন হয়নি তা কর্তাব্যক্তিদের অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। শিক্ষা হলো আজকের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায়। সরকার হাজার চেস্টা করেও বাণিজ্যিক কোচিং বন্ধ করতে পারেননি। সাইফুরের যতোই সমালোচনা করা হোক, বন্ধ করা যায়নি। এখন আমি একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। আমাদের একটি সমবায় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার রীতিমতো গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যও রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর চট্টগ্রামে। কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি। এর সম্পদ প্রায় বলা যায় শতকোটি টাকার। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানে কর্তাব্যক্তিরা তাদের যথাদায়িত্ব পালন করছেন না। এতো বিশাল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অথচ তারা লেখকদের শোষণ করছেন। এই বিষয়টি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। প্রথমে পাণ্ডুলিপি জমা নেওয়া হলো। বলা হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আপনার সাথে চুক্তি করা হবে। তারও মাসাধিককাল পরে আমাকে একটি ফরমের কয়েকটি কপি ধরিয়ে দেওয়া হলো তাতে একটি শর্ত আছে যে অন্তত চারজন জ্ঞানী ব্যক্তির অনুমোদন আনতে হবে যেটা নিজেই প্রমাণ করে যে তাদের নিজেদেরই সে যোগ্যতা নেই। এরপর শর্ত হলো আপনি কতো টাকা দেবেন? এটা বলা রীতিমতো অপরাধ। কেননা এ ক্ষেত্রে তারা কেবল ছিপ ধরে বসে আছেন, দেখতে কখন ফাৎনাটা নড়ে ওঠে। সমবায় প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্যের কারণে যারা রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগী। যখন মানুষ জানে এদেশে, বলতে গেলে সর্বকালে, সর্বদেশে লেখকদের চিরকালই বঞ্চিত করা হয়ছে। যে লেখক তার নিজের অমূল্য সম্পদটি দিয়ে দিলেন তিনি কেন টাকা

দেবেন? এই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা কি জানে না যে জ্ঞান আর বিত্ত একসাথে থাকে না? তারা বাংলাবাজারের কর্তাদের মতোই যদি হবেন তবে সেখানে চলে যান না কেন? তাঁর যা করছেন তা ফৌজদারি অপরাধ। কোঅপারেটিভ-এর সম্পদ রক্ষা করতে মামলা করতে হতেই পারে। কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে তারা এইসব মামলার তদ্বির খাতে অর্থ থেকে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ ফেলে রেখে নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানটিতে তারা রীতিমতো পরগাছা। এদের প্রকাশনা তালিকা দেখলে বোঝা যাবে ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ কোনো ধারণাই তাদের নেই। বরং মান্ধাতার পাকিস্থানী মানসিকতা তাদের পেয়ে বসেছে। আমরা জানি, সকলেই জানে, প্রকাশক ব্যবসায়ীরা লেকককে যদি ২ টাকা দেন তাদের কমপক্ষে দু হজার টাকা কামাতে হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মহৎ প্রতিষ্ঠাতাদের কি উদ্দেশ্য ছিল? অডিটের ধরাছোঁরা বাইরে এই সরষের ভেতরে থাকে এসব ভূতের দল। সমবায়ে দূর্নীতি থাকলে কখনও উৎপাদন হবে না বরং পড়ে পাওয়া সম্পদের নয়ছয় হবে। দরকার সুশাসন। এখানে তা নেই। কেন? এর জবাব কে দেবে?

এবার আসা যাক পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীগুলির সমবায় প্রয়াস প্রশ্নে। তাঁরা সমবায় পদ্ধতিতে চায় করছেন। মধূপুর গড়ে আনারস চাষের কথায় আসা যাক। আসা যাক মণিপুরী সম্প্রদায় ও পাহাড়িদের তাঁর শিল্পের কথায় তারা জাতীয় পর্যায়ে সফল হচ্ছেন। আমরা যে আগাম আম এখন খাই তার অনেকটাই আসে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সমবায়গুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা বলতে গেলে বিশ্বজয় করতে চলেছে। কিন্তু সমতলের সংখ্যাগুরুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমবায়ে ব্যর্থ। তাদের সমিতিগুলির বেশিরভাগই দূর্নীতিগ্রস্থ। এগুলিতে কোনো সঠিক নেতৃত্ব ও যোগ্য ব্যবস্থাপনা নেই। এর কারণ? এর কারণ আমার বিশ্বাস ক্যারেক্টার। সফল সম্প্রাদায়গুলি সমবায় করতে তারা চরিত্র গড়ে, আর সংখ্যাগুরু রাজনীতি না করলেও তাদের প্রতিষ্ঠনগুলিকে 'রাজনীতির' আঁস্থাকুড় বানায়। কথাটা একটু ভুল হলো। নৃ সম্প্রদায়ের নেতারা নোংরা রাজনীতি না করলেও আসল রাজনীতি করে। তাদের রয়েছে বিশ্ব নেটওয়ার্ক, তাদের রয়েছে দক্ষতা ও কাজে সততা। তারা সফল হবেই।

যাহোক, উন্নয়নের কিছু নেতিবাচক দিক এই আলোচনায় ঘটনাক্রমে এসে গেলো। এখন ইতিবাচক দিকটায় আসি। আমাদের দেশে বোধহয় সবচেয়ে বেশি সমবায় গড়ে উঠেছে জলমহালকে কেন্দ্র করে। এখানে কিছু সাফল্য আছে। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি উন্নয়নের অন্তত কিছু ছোঁয়া। মাছ সম্পদ আমাদের বাড়ছে। সেটা আমাদের উন্নয়ন প্রয়াসের উজ্জ্বল দিক। তবে ঘের ব্যবস্থায় সমবায় খুব একটা কাজ করতে পারেনি। আসলেও জলায় রয়েছে সমবায়ের স্বর্ণ সম্ভাবনা। সেটির জন্য কেবল দরকার যথার্থ দক্ষ ও সৎ নেতৃত্বের। যারা জেলে, যারা সত্যিকারের মৎস্যজীবী তারা আদৌ কোনো সমস্যা নয়। কোনা মৎস্যজীবী সমবায় লালবাতি জ্বেলেছে বলে শোনা যায় না।

বনজ সম্পদ গড়ে তোলায় সমবায়ের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। তবে বন ও মাছের সমবায়ের জন্য আইন-কানুনের যথার্থ বিকাশ আজও হয়নি। এখানে আসেনি দূষণমুক্ত আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। অথচ দক্ষ মৎস্যচাষী আমাদের আছে। এমনকি থাই সরকারও বাংলাদেশ সরকারের কাছে মৎস্য কর্মী চেয়েছেন এমন চিঠিপত্র দেখার সুযোগ সাংবাদিকতার সুবাদে আমার হয়ছে। শেষ অবধি কিছু রোহিঙ্গাকে থাইল্যান্ডে একই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে কোনো বাংলাদেশী সুযোগ পেয়েছে কি না সে তথ্য আমি পাইনি। আমরা থাই পুঁটি খাই। ধান ক্ষেতে কৈ, শিং-মাগুর চাষ আমরা থাইল্যান্ড থেকে শিখেছি। আমরা বাজারে এখন থাই পুঁটির সাক্ষাৎ সচরাচর পেয়ে থাকি। জেলেদের আধুনিকভাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন। সেজন্য মোটা পুঁজির দরকার থাকলেও তা বৃথা যাবার নয়। কারণ দেশে-বিদেশে রয়েছে মাছের অশেষ বাজার বিশেষ করে যখন বেশি মাংস না খাওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন। জলায় ব্যাপক চাষের সম্ভাবনা উজ্জলতম। তাই মৎস্য সমবায় আমাদের উন্নয়নে সঠিক পথ অবশ্যই দেখাতে পারে।

আমাদে দেশ যখন মরুকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন স্বস্থির বৃষ্টিধারার মতো আবির্ভব ঘটে সবুজ বলয় তৈরির আন্দোলন। দেশের, বিশেষ করে, উপকূল অঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্পে নতুন নতুন বৃক্ষবলয় গড়ে উঠেছে বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রকৃতিক দুর্যোগ কমানোর জন্য। সেই সাথে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪০ হাজার বর্গমাইলের মতা নতুন ভূখন্ড। এর বনভুমি রক্ষা ও পরিচর্যার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় জনসমষ্টি যারা সাধারণত এলাকায় নবাগত। তাদের জন্য এই নবসৃষ্ট চিরহরিত অরণ্য রক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে সমবায় বা তার অনুরূপব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যাতে অধিবাসীরা এর উপকার পেতে পারে। বনরক্ষায় সমবায় ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। পরিবেশ, জলবায়ু, নানা প্রাণীকূলের আবাসস্থল বা প্রতিবেশ রক্ষায় এ ব্যবস্থা অদ্বিতীয় ও সর্বোত্তম। এ ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরেও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আজ বাংলাদেশ আরও শ্যামল। নতুন নতুন পর্যটন এলাকা গড়ে উঠছে। নানা পশুপাখির অভয়ারণ্যও তৈরি হচ্ছে। মানুষ এখন এসব নতুন উপকূল এলাকায় বেড়াতে যাচ্ছেন। তবে সমস্যা হলো মানুষ নিজে। এসব বনে ডাকাত বাহিনী তৈরি হচ্ছে যদিও সরকারের শক্তিশালী অপরাধ বিরোধী অভিযানে এদের দস্যুতা অনেক কমে এসেছে। ওখানে শোনা যাচ্ছে নতুন প্রাণ, নতুন প্রাণের স্পন্দন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেনিয়ার মাততাইয়ের মতো সবুজ বলয় তৈরির স্বর্ণ সম্ভাবনা। নারী মাততাই বৃক্ষরোপনের অভিযানে গোটা বিশ্বের সম্মান কুড়িয়েছিলেন। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর কুটিরে অতিথি হয়েছিলেন। কেনিয়ার উষুরু অনকটাই সার্থক হয়েছে উষর কেনিয়ায়। যা হোক বাংলাদেশ সরকার দেশের সমবায় বন ও মৎস্য সম্পদ আইন অনেকটাই জনমূখী করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তবে এসব আইনের আরও বড়ো রকমের ফলদায়ক সংস্কার প্রয়োজন। সরকারের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে এখানে কিছু করার। কারণ দেশের আইনপ্রনেতা সংস্থা আইন প্রণয়নের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় রয়েছে। কায়েমী স্বার্থের অবস্থান এখন দুর্বল। দেশে রয়েছে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি মৎসজীবী সমবায়। এরচেয়েও বেশি হতে পারে সবুজ বলয় সমবায়। গোটা পৃথিবী আজ পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন বলা যায় বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ূ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। আর সবুজ বেষ্টনী হতে পারে আমাদের বৃহত্তম সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প। দেশের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হতে পারে।

নার্সারি, সবুজ বলয় যে কারও জন্য আশির্বাদ। এর বদৌলতে তৈরি হতে পারে মাছের অভয় জলভাগ, পাখপাখালির কলকাকলি, নয়নাভিরাম ট্যুরিষ্ট স্পট। চিরসবুজ বনাঞ্চলে হয়তো আমরা 'তপোবন' গড়তে পারবো না, তবে চেষ্টা করলে অবশ্যই এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারবো যখন আমারা অনেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় বলতে রবো 'দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লওহে নগর। বলতে পারবো বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' এই বনরাজি প্রতিটি মুহূর্তে নিরন্তর উৎপাদনশীল। আসুন আজকের এই জাতীয় সমবায় দিবসে আমরা সম্মিলিতভাবে দেশের সত্যিকারের উন্নয়নের সম্মানিত অংশীদার হই।

● আফতাব হোসেন : নিবন্ধকার, গবেষক ও সিনিয়র সাংবাদিক

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

মোঃ মিজানুর রহমান

সামাজিক নিরাপত্তা
বেস্টনীভূক্ত কর্মসূচীর আওতায় আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ বাস্তুহারা অসহায় পরিবারগুলোর দুঃখ দুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে বর্তমানে আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম
আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদে ৫৮৫টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা ৬৩,১৫৫ জন, শেয়ার ৩৮.১৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ২২২.২৫ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ ৩৭৫১.৫৭ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত) এবং ঋণ আদায় ২৭১১.৭৮ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত)। আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের আওতায় (২০০২-২০১০) মেয়াদে ৭২৯টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা ৭৮,৬৮০ জন, শেয়ার ৭৪.০৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ২৬০.৭৩ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ ৫৫৮২.১৬ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত) এবং ঋণ আদায় ৩৬৬০.০৮ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত)। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় (২০১০-২০১৭) মেয়াদে ১৪৫টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা ১০,৮০০ জন, শেয়ার ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ২৯.৭৬ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ ৬৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত) এবং ঋণ আদায় ২৪৮.১৩ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিভুত) ।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়। সার্ভে রিপোর্টে প্রতিফলিত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপকারভোগীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করে থাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনবার্সিত পরিবারের তথ্যাদি দুই প্রস্থে সংরক্ষণ করা হয়। এক প্রস্থে উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং অপর প্রস্থ প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রকল্প কাযালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ নীতিমালার আওতায় সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বল্পমেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিন দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪ দিন ব্যাপী পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ওরিয়েন্টেশন কোর্স
প্রকল্পে উপকারভোগীদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং এর কার্যাবলী বিষয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় যা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ কাযক্রম পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :
১. আশ্রয়ণ প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান।
২. আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি গঠন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি।
৪. প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধি ও এর টিকাদান।
৫. স্যানিটেশন।
৬. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ।
৭. ঋণ গ্রহণ, ব্যবহার ও পরিশোধ।
৮. বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা।
৯. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও যৌতুক নিরোধ।
১০. ব্যবহারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা।
১১. পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা।
১২. প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা।

দক্ষতা উন্নয়নে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ
বেজলাইন সার্ভের উপর ভিত্তি করে সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারী ও পুরুষ সদস্যের যোগ্যতা, দক্ষতা, স্থানীয় চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের জন্য পেশাভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। উপজেলা টাস্কফোর্সের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা চুড়ান্ত করে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচি কিছু তাত্ত্বিক, কিছু ব্যবহারিক বা হাতে কলমে শিক্ষা ধরনের হতে পারে। এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হতে হবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাক্তিকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যাতে তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করে নিজের আয় বাড়াতে এবং জীবনমান উন্নয়নে সমর্থ হন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে থাকেন। নিম্নবর্ণিত

বিষয়সমূহে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে :
১. কুটির শিল্প
২. মৎস্য চাষ
৩. নার্সারী
৪. হস্তশিল্প
৫. মৃৎশিল্প
৬. সেলাই, পোশাক তৈরী ও দর্জির কাজ ইত্যাদি ট্রেডসহ সর্বমোট ৩২ ট্রেডে সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ঋণ প্রদানের জন্য প্রকল্প কার্যালয় হতে ঋণ প্রদান নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা মোতাবেক ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা নিম্নরূপ :
প্রকল্পে পূনর্বাসিত উপকারভোগীরাই ঋণ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন।
২. কমপক্ষে ৩ মাস যাবৎ প্রকল্পে বসবাস করছে এমন সদস্য।
৩. ঋণ গ্রহণকারীর (পুরুষ/মহিলা) বয়স ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে।
৪. ঋণ গ্রহণকারী এ প্রকল্পের আওতায় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে হবে।
৫. প্রতি পরিবারের (স্বামী ও স্ত্রী) ১ জনের বেশী ঋণ পাবে না।
৬. স্বাক্ষর জানতে হবে।
৭. যাদের সন্তান সংখ্যা দুয়ের অধিক নয়, ঋণ প্রদাণের ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবেন।
উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কাযক্রম পরিচালনা ও সুবিধাভোগীদের দেখভাল করার জন্য উপজেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। উক্ত কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা।

ঋণের আবেদন ও ঋণ মঞ্জুর

১. প্রকল্পের নির্ধারিত আবেদন পত্রে উপজেলা ঋণ প্রদান কমিটির নিকট ঋণের আবেদন করতে হবে। আবেদনে যাচিত ঋণের পরিমান, উদ্দেশ্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা থাকবে।
২. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে।
৩. 'উপজেলা ঋণ প্রদান কমিটি' যাচিত ঋণের যৌক্তিকতা নিরূপণ করে আবেদনের ১ দিনের মধ্যে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করবে। যাচিত ঋণের পরিমান পূণঃনির্ধারণ করণের এখতিয়ার 'উপজেলা ঋণ প্রদান কমিটি'র থাকবে।
৪. প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণের আবেদন করতে হবে।
৫. ঋণের আবেদন, ঋণ মঞ্জুর, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধসহ এতদসংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড 'উপজেলা ঋণ প্রদান কমিটি. সভার এজেন্ডাভুক্ত হবে।
৬. ঋণ মঞ্জুরীর ১৫ দিনের মধ্যে ঋণের টাকা ব্যবহারের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা উপজেলা প্রকল্প ঋণ প্রদান কমিটির নিকট দাখিল করবেন।
৭. কোন একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দলভুক্ত অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন।
৮. কোন দলের কমপক্ষে ৩ জন সদস্য ঋণ পরিশোধ করলে তাদেরকে নতুন দল গঠনের মাধ্যমে পুণরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।
৯. যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য এ ঋণ ব্যবহার করা যাবে না।
১০. তবে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজেলা ঋণ কমিটির অনুমোদনক্রমে তা পরিবর্তন করা যাবে।
১১. উপজেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প ঋণ প্রদান কমিটি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

ঋণের ব্যবহার

১. যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ ঋণ ব্যবহার করা যাবেনা।
২. তবে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজেলা ঋণ কমিটির অনুমোদনক্রমে তা পরিবর্তন করা যাবে।
৩. উপজেলা প্রকল্প ঋণ প্রদান কমিটি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

ঋণ পরিশোধ ও সমিতির মূলধন সৃষ্টি

১. মঞ্জুরীকৃত ঋণ সহজ কিস্তিতে ৭% সার্ভিস চাঁজসহ করা হয়। তবে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ঋণ মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকবে।
২. ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণ মঞ্জুরী, ঋণের কিস্তি পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে পাশ বুক সরবরাহ করা হয়।
৩. আদায়কৃত ঋণ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী ঘূণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
৪. কোন ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং উক্ত ঋণ আদায়ের কোন উৎস না থাকলে উপজেলা ঋণ প্রদান কমিটির বিবেচনা মতে সমিতির রির্জাভ ফান্ড থেকে উক্ত ঋণ সমন্বয় করা হবে।
৫. আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের প্রকল্পের রির্জাভ ফান্ডে ২.৫%, প্রকল্পের ফান্ডে ২.৫% এবং ২% সমিতিতে ঋণ গ্রহণকারীর সঞ্চয় হিসেবে জমা থাকবে।
৬. এই টাকার সমিতির অংশ সমিতির ব্যাংক হিসেবে এবং প্রকল্পের অংশ প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক হিসেবে জমা করতে হবে।
৭. সমিতির রির্জাভ ফান্ড হতে ব্যারাক, কমিউনিটি সেন্টার, টিউবওয়েল, বাধরুম/ল্যাট্রিন ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার মেটাতে হবে।
৮. প্রয়োজনে সমিতির সদস্যরা নিজেস্ব উদ্যোগে তহবিল সৃষ্টি করে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৯. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
১০. ঋণের ব্যবহার ও আদায়ের জন্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।
১১. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা তার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন।
১২. ঋণ আদায় না হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সমবায় অফিসারের মাধ্যমে ঋণ আদায় না হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখসহ আদায়ের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটিতে পেশ করবেন।
১৩. প্রকল্পের এ ঋণের কোন চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাবে করা হবে না।
১৪. উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় উৎসাহ প্রদান করা হবে।

ব্যাংক হিসাব

১. ঋণ মঞ্জুরী, আদায়সহ সকল লেনদেন যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
২. নগদ লেনদেনের মাধ্যমে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হবে না।
৩. প্রতিটি প্রকল্পের লেনদেন পৃথক হিসাব নম্বরে পরিচালিত হবে।
৪. উক্ত হিসাব উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

● মোঃ মিজানুর রহমান : উপনিবন্ধক (এমআইএস)

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার

খোন্দকার হুমায়ূন কবীর

পারুল আক্তারের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে– এ কথা সে কিছুদিন আগেও ভাবতে পারেনি। তিনটি নাবালক সন্তান রেখে স্বামী জয়নাল আবেদীন মারা যাওয়ার পরে তার জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার। মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া জানা পারুল অবশ্য জীবনের এই কঠিন বাস্তবতায়ও হার মানেনি। স্বামীর রেখে যাওয়া ছোট একটি ভিটেবাড়ী আর সামান্য ধানী জমি সম্বল করে এগিয়ে যেতে থাকে। শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবন। সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে কোনদিন খেয়ে আবার কোনদিন না খেয়ে দিন যাপন করতে থাকে । তাদের লেখা পড়ার খরচ যোগানোর

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক সময়ের একটি ধারণা

জন্য পাড়ার শিশুদের মাঝে সকাল-সাঁঝে টিউশনি করেছে। হাতের কাজ করেছে নিয়মিত। বিয়ের আগে সেলাইয়ের কিছু কাজ শিখেছিল। কিন্তু চর্চা আর মেশিনের অভাবে সেটাও ভুলতে বসেছিল। জয়নাল আবেদীন গ্রামের একটি সমবায় সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পারুল আক্তার স্বামীর সেই সদস্য পদ গ্রহণ করে। তখন থেকে সমিতির জীবনে নতুন করে পথ চলা শুরু হয় তার। প্রথম দিকে সমিতিতে গিয়ে শুধু সঞ্চয়ের টাকা জমা দিয়েই চলে আসত। ধীরে ধীরে একটু বসতে শুরু করে। কাজকর্ম বিশেষ করে খাতা পত্র লেখার নিয়ম কানুন দেখতে থাকে। কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তার আগ্রহ, আন্তরিকতা তার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সমিতি কর্তৃপক্ষ সামান্য কিছু ভাতার বিনিময়ে তাঁকে খাতা পত্র লেখার দায়িত্ব প্রদান করে। পারুল আক্তারও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে এগিয়ে যেতে থাকে। এরই মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলা সমবায় অফিস থেকে তার সমিতিতে একটি পত্র আসে। পত্রে বলা হয়, সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যদের জন্য রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে একটি আইজিএ সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী সদস্যদের দ্রুত নাম প্রেরণ করতে হবে।

এই সুযোগ পারুল আক্তারের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় । সমিতির মহিলা সদস্য হিসেবে সে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, রংপুরে এসে ১০ দিন মেয়াদী আইজিএ সেলাই (দর্জি) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছি গ্রামের পারুল আক্তারের জীবনে কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে সেলাইয়ের কাজ শুরু করে দেয়। প্রথম দিকে আশপাশের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কাপড় তৈরী করত। ধীরে ধীরে তার কাজের গন্ডি বাড়তে থাকে। সেই সাথে সুনামও ছড়িয়ে পড়ে। বেড়ে যায় অর্থ উপার্জন।পারুল আক্তার আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এই হল পারুল আক্তারের জীবনের সফলতার গল্প।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে পারুল আক্তারের নিজের মুখে শোনা গেল তার এ সফলতার গল্প। শুধু পারুল আক্তারই নয়, কুড়িগ্রাম জেলার রোজিনা খাতুন, শিল্পি বেগম কিংবা চন্দনা সরকারেরও রয়েছে সফলতার প্রায় একই রকম গল্প। কথা বলতে গিয়ে তারা হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করল তাদের সাফল্য গাথা।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক সময়ের একটি ধারণা। দেশের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী বৃত্তিমূলক জ্ঞানের অভাবে বেকার হয়ে পড়ে আছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পেলে তারা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে জনসম্পদে পরিণত হতে পারে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির কর্মক্ষম সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অল্প দিনেই ধারনাটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এর বাস্তবায়নেও আশাতীত সফলতা পাওয়া যায়।

সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন এবং একটি কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষায়তন রয়েছে যা আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষায়তনটি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী নামে পরিচিত। এর অবস্থান কুমিল্লা শহরের কোটবাড়ীতে। মাঠ পর্যায়ে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন নরসিংদী, মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, ফেনী, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, কুষ্টিয়া, নওগাঁ এবং রংপুরে অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষায়তনটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এখানে সমবায় অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা সমপর্যায়ের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মৌলিক/পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স, রিফ্রেসার কোর্স, উচ্চতর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, হিসাব সংরক্ষণ, কম্পিউটার বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করা হয়। আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার ও আইসিটি এপ্লিকেশন, মাশরুম চাষ, মৌমাছি চাষ, ক্রিস্টাল শো-পিস, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক-বাটিক, সেলাই প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক পদের একজন কর্মকর্তা অধ্যক্ষ (প্রধান নির্বাহী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে ১১ জন প্রথম শ্রেণীর এবং ৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ১৬ জন তৃতীয় এবং ১৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শক বা সমপর্যায় ব্যতীত অন্যান্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মৌলিক/দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হিসাব সংরক্ষণ, অডিটিং, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সমিতি ব্যবস্থাপনা এবং পূর্বোল্লিখিত আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনগুলোতে সাধারণত অঞ্চলভিত্তিক সমবায় কর্মচারী/সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেমন- রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে রংপুর বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলার সমবায় বিভাগীয় কর্মচারী/ সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থ বছরে দশটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের মাধ্যমে সাত হাজার জন সমবায় কর্মচারী/সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কম পক্ষে দুই হাজার আটশত জন নারী অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনগুলো থেকে সমবায় সমিতির সদস্যদের সাধারনত দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একটি হচ্ছে সমিতি পরিচালনা করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আর অপরটি হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ। সমিতি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ করে হিসাবাদি সংরক্ষণের জন্য হিসাব সংরক্ষণ, অডিটিং, সমিতি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন সমবায়ী সমিতি পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ/দশ দিন মেয়াদি আবাসিক এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের থাকা খাওয়াসহ যাতায়াত ভাতা সরকারের তরফ থেকে বহন করা হয়।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ধরণ একটু ভিন্ন। এখানে অঞ্চলভিত্তিক সমবায়ীদের চাহিদা মাফিক বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেমন কোন কোন অঞ্চলে মৌমাছি, মাশরুম চাষের উপর আবার কোন কোন অঞ্চলে সেলাই, ব্লকবাটিক বা ক্রিস্টাল শোপিচের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দশটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের মধ্যে ৩ টিতে (নরসিংদি, খুলনা, রংপুর) কম্পিউটার ল্যাবরেটরী রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সমবায়ীদের জন্য কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ শুধু নারীদের জন্য আর কিছু প্রশিক্ষণ শুধু পুরুষদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : সেলাই, ব্লক বাটিক, ক্রিস্টাল শোপিচ ইত্যাদি নারীদের জন্য এবং ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং, মোবাইল ফোনসেট মেরামত, ইত্যাদি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। মৌমাছি চাষ, মাশরুম চাষ ইত্যাদি প্রশিক্ষণে পুরুষ সমবায়ীর পাশাপাশি দু একজন নারী সমবায়ীও অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমান অর্থ বছরে মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নারীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা নারীর ক্ষমতায়নে বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে কম্পিউটার ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ তিনটি শিক্ষায়তন এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী থেকে বর্তমান অর্থ বছরে কমপক্ষে এক হাজার জন

সমবায়ী তথ্য প্রযুক্তিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে ব্যক্তিগত এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে পারবে বলে আশা করা যায়।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক হিসেবে সাধারণত বহির্বিভাগীয় প্রশিক্ষক রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন রিসোর্স পারসনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতোমধ্যে দেখা গেছে, সমবায় শিক্ষায়তনসমূহ থেকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সমবায়ীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছেন।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে একসাথে ২৫ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মৌচাষ, মাশরুম চাষ, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক, ক্রিস্টাল শো-পিচ প্রশিক্ষণে ৫ দিন এবং কম্পিউটার, সেলাই ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দশ দিন মেয়াদী হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রদানকালে প্রশিক্ষণার্থীদের একদিনের জন্য মাঠ পরিদর্শনের (ফিল্ড ভিজিট) ব্যবস্থা করা হয় । স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে- এমন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য মাঠ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। মাঠ পরিদর্শন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে একটি রিপোর্ট/পেপার গ্রহণ করা হয়। রিপোর্ট/পেপারে তারা মাঠের সম্যক ধারণা উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মাঠ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণে বিশেষ ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান নিবন্ধের শুরুতে পারুল আক্তারের জীবনের কথা আলোচনা করা হয়। পারুলের মত হাজারো মানুষ রয়েছে যারা যুদ্ধ করে জীবনে বেঁচে থাকতে চায়। এদেরকে একটু সহায়তা/প্রশিক্ষণ দেয়া হলে নিজেরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে, পারুল আক্তারদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।। এরই অংশ হিসাবে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পারুলের মত হাজারো অসহায় মানুষ, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাবে। পারুলরা স্বাবলম্বী হলেই সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব।

● খোন্দকার হুমায়ুন কবীর : অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, রংপুর।

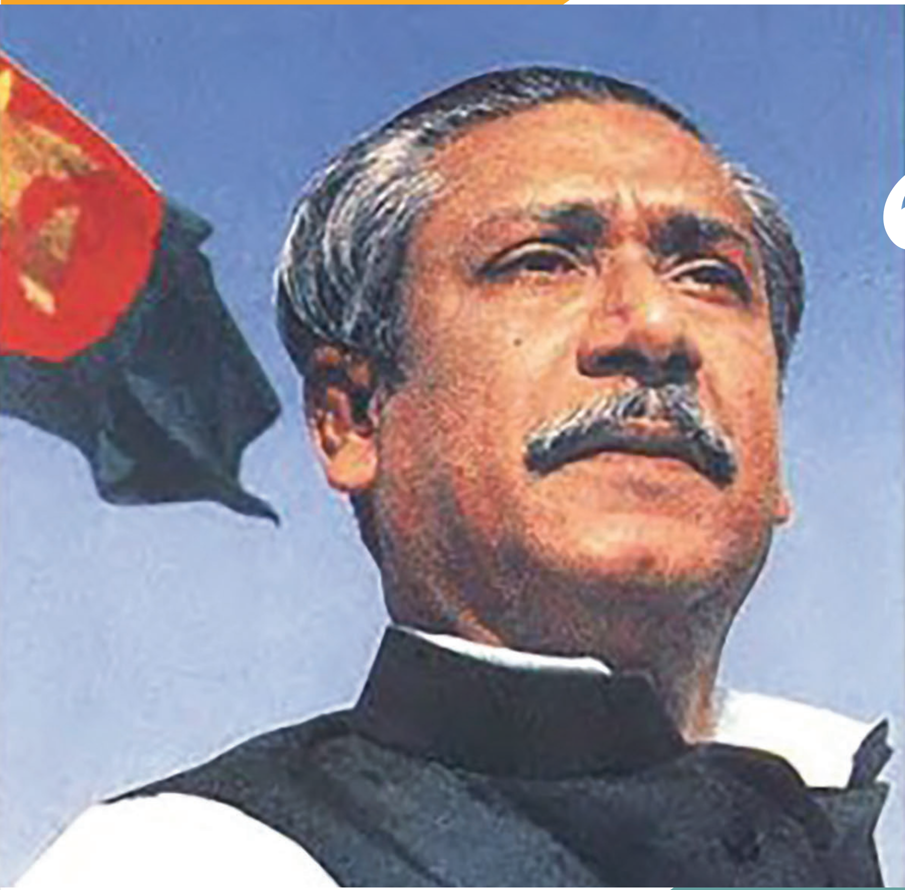

কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয়, তবে অতীতের ঘুনেধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফাইল ছবি

সমবায় অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভোরে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন, রচনা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ।

২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ২০১৭ এ সমবায় অধিদপ্তর

দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং এবং বিক্রি / প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ ধারাবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ২০১৭ এ সমবায় অধিদপ্তর দ্বিতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়। ১ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ মেলায় সমবায়ীদের উৎপাদিত হস্ত ও চামড়া শিল্পজাত পণ্য, পাটের তৈরী ব্যাগ, শোপিচ, মাটির তৈরি আকর্ষনীয় তৈজসপত্র, তৈরী পোষাক, খাদ্য দ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

১. কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন

কক্সবাজার জেলার আওতাধীন চকরিয়া উপজেলার বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে এলাকার উন্নয়নে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়ন করেছে। এ ছাড়া চিংড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করে আমিষের অভাব পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমিতি এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা মেরামত ও নির্মাণে সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকার সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। উক্ত সমিতির সমস্ত কার্যক্রম বিবেচনা করে বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতিকে "কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন" শ্রেণীতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হল।

বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি

নিবন্ধন : রেজি নং- ৩৭ সি, তাং ২৫/১০/১৯৩০।
ঠিকানা : বদরখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার।
সদস্য সংখ্যা : ১৫০০ জন।
উপকারভোগীর সংখ্যা : প্রায় ৪০ হাজার।
কর্মসংস্থান : সরাসরি ১৩ জন।

সম্পদ

- শেয়ার ৮৩৪,৪৯০ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ৩৪৭,৭৭৯ টাকা
- স্থাবর সম্পত্তি বর্তমান মূল্য ৯,০১,০০,০০,০০০ টাকা
- ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ১৮,০০,০০০ টাকা
- এ সমিতির নীট লাভ ১,৩১,০৪,৯৯৮ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ১,০৬,০০,৭২২ টাকা
- কল্যাণ তহবিল ১৭,৬২,০০০ টাকা
- লভ্যাংশ বিতরণ ৪০,০০,০০০ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- মিঠা পানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প
- লবন চাষ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প
- কৃষি খামার প্রকল্প
- মার্কেট প্রকল্প
- লবন রপ্তানি প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- রাস্তা-ঘাট মেরামত
- দরিদ্র সদস্যদের সহযোগিতা
- মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
- শিক্ষবৃত্তি প্রদান
- বৃক্ষরোপন
- স্যানিটেশন
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫

২. সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

রংপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-রাকু।

ডাক্তার পাড়া, হারাগাছ, কাউনিয়া, রংপুর।

রেজিঃ নং-৪৬/২০১০ সং-১০২-তাং ৩১/৫/১২

জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ ইউনিয়নের **রংপুর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সভাপতি। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় সংগ্রহ করার মাধ্যমে বর্তমানে সমিতি বিরাট অংকের পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সমিতির সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচনসহ বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ সমাজ সচেতন মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী। সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় “সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট” শ্রেণীতে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিগত ৮/৩/২০০৯ সালে সমিতির সদস্য পদ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। জনাব জিন্নাহ ACCU কর্তৃক পরিচালিত ACCESS Branding-এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে PERLS-GOLD পদ্ধতিতে রেকর্ডপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ করে থাকেন। সমিতির পুঁজি গঠনে তথা শেয়ার-সঞ্চয় বৃদ্ধিতে অন্যান্য সদস্যদের ও কর্মীগণকে সাথে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎসাহ ও অনুপ্রাণীত করতে তিনি সদা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

সমিতির শেয়ার ১,৩৭,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২২,৯৭,৫৪৩ টাকা। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি একনিষ্ঠ, সময়মত শেয়ার সঞ্চয় পরিশোধ করা, বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা, নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগসহ সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। নতুন সদস্য ভর্তি হলে তাদেরকে সমিতির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। সর্বক্ষেত্রেই সমবায়ের নীতিমালা ও আদর্শ সমুন্নত রাখার পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন এবং অন্যদেরকে সমবায় আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য চিকিৎসা সেবা এবং দূর্যোগকালে সমিতির সদস্যদের সহয়তা করতে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি শেয়ার, সঞ্চয় আদায়সহ সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সমিতির আর্থিক সকল কার্যক্রম, প্রকল্পগ্রহণ ও বাস্তবায়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে সামাজিক বনায়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শীত বস্ত্র প্রদান, শিক্ষা সহয়াতা প্রদান ও স্যানিটেশন বিষয়ে স্থায়ীভাবে প্রকল্পগ্রহণ করা হয়। তিনি দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ ও ACCU থেকে সমবায় বিষয়ক সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এই সমিতিসহ রংপুর জেলাস্থ সকল ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোকে সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অবাধ সদস্যপদ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সমিতির সদস্য বৃদ্ধিতে উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর কারণে সমিতির সদস্য বৃদ্ধিসহ সমিতির অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। সমিতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সমিতির আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থে জামানত ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগে তাঁর অনুসৃত ভূমিকা রংপুর জেলাস্থ সকল ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহ অনুকরণ ও অনুসরণ করছে। কর্মচারীগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে তিনি উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও তদারকি করে থাকেন। কর্মচারীগণকে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে রংপুর জেলায় ৮টি নতুন ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেছেন। রংপুর জেলাস্থ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম যেমন, দারিদ্রমুক্তি, বয়স্ক শিক্ষা, বাল্য বিবাহ রোধ, শীতার্ত মানুষের জন্য কম্বল বিতরণসহ অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছেন।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫

৩. দুগ্ধ সমবায়

মোঃ বেলায়েত হোসেন

বোয়ালমারী, সাঁথিয়া, সাঁথিয়া, পাবনা।

বোয়ালমারী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, রেজিঃনং-২৯

তারিখ- ১০/০৭/১৯৯৪, সংশোধিত রেজিঃ নং-২১১, তারিখ- ০৯/১১/০৬

সদস্য হওয়ার তারিখ : ০৪/০৪/১৯৯৯

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বোয়ালমারী প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিবিঢ় তত্ত্বাবধানে এ সমিতিটি বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে অনুকরণীয় মডেল সমিতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। এছাড়া তার গতিশীল নেতৃত্বে এ এলাকার সমবায়ীদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দুগ্ধ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিছে। তাঁর উদ্যোগে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃশমান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেনকে “দুগ্ধ সমবায়” শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তিনি ১৯৯৯ সালে অত্র সমিতির সদস্য পদ লাভ করে ২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ হতে সভাপতি পদে বহাল আছেন। তিনি সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছেন। মাত্র ৫০ টাকা শেয়ার মূলধন ও ১০০ টাকা সঞ্চয় আমানত নিয়ে যাত্রা শুরু করে তাঁর প্রচেষ্টায় সমিতির পক্ষে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ৬,৭০০ টাকা শেয়ার ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে এবং কর্তনকৃত শেয়ার ৮,৩৭,৬৮৬/৮০ টাকা, সঞ্চয় আমানত হিসাবে ৪১,৩৫০ টাকা সঞ্চয় জমা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টায় সমিতির নামে ০.৪ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে। তাঁর প্রচেষ্ঠায় সদস্যগণ নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত প্রদানের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠনে উৎসাহী হয়েছে। তিনি উদ্যোগী ব্যক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রমী, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি একজন একনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান প্রখর হওয়ার কারণে তিনি বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ একজন সুপরিচিত ও সুদক্ষ ব্যক্তি। তিনি গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ উপজেলা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক কমিটির সদস্য, উপজেলা যুব প্রশিক্ষকসহ সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক, এছাড়া তিনি তাঁর সমিতিসহ এলাকার দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির দুগ্ধ বৃদ্ধি ও গরু মোটা তাজাকরণ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সকলের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং সমবায় আইন, বিধিমালা, বিভাগীয় আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন সাপেক্ষে সমিতি পরিচালনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সমিতির সদস্যগণের দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ বাৎসরিক ৫,৬৪৯ লিটার হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৪৯ লিটার উন্নিত হয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টায় ১,৭৮,০৫৮ টাকার স্থায়ী সম্পদ করা সম্ভব হয়েছে, তথা সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৩০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে। সমিতিতে তাঁর উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালন-পালনের জন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সমিতি গঠন হওয়ার সময় মাত্র ২০ জন সদস্য ছিল। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৪ জনে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া সমিতিতে ৩ জন বেতনভূক্ত কর্মচারী আছে। তাঁর প্রচেষ্টায় সাঁথিয়া উপজেলায় অনেক দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। অনেককে সমবায় পতাকা তলে সমবেত হয়ে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন।

৪. মহিলা সমবায়

সমবায়ের মাধ্যমে অভাবী নারীদের নিয়ে মুষ্টি মুষ্টি চাল জমিয়ে রাজধানী ঢাকার ভাটারা এলাকায় একদল প্রান্তিক নারী ২০ বছর আগে যে স্বপ্নের শুরু করেছিলেন আজ সেটি সমবায়ের সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত-বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারী সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সমাজসচেতন কর্মকান্ডে সমিতির দৃশ্যমান ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীর অধিকার আদায়ের ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-কে “মহিলা সমবায়” শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন : রেজি নং- ২১৯, তাং ১৪/১১/১৯৯৬
ঠিকানা : নুরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২
সদস্য সংখ্যা : ৩৭,৮২৮ জন
উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩ লক্ষের অধিক
কর্মসংস্থান সরাসরি : ৭৬ জন

সম্পদ

- শেয়ার ১০,৪৪৩.৭৪ লক্ষ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ২,৫৮৯.৯৬ লক্ষ টাকা
- স্থায়ী আমানত ৬২০.১৪ লক্ষ টাকা
- অস্থায়ী সম্পদ ২৯.৫৯ লক্ষ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ৭০.৮৭ লক্ষ টাকা
- অন্যান্য তহবিল ৪৬০.৫০ লক্ষ টাকা
- লভ্যাংশ বিতরণ ২০৮.৮৯ লক্ষ টাকা
- মরনোত্তর সেবা প্রিমিয়াম ৪৫৭.৩১ লক্ষ টাকা
- ডিএমএসডি আমানত ১০৮২.৩৬ লক্ষ টাকা
- ঋণ নিরাপত্তা স্কীম ১৩৩.৬২ লক্ষ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প
- হাউজিং প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
- মরনোত্তর সেবা প্রকল্প
- সঞ্চয় প্রকল্প
- গাড়ী ক্রয় প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম
- স্বাস্থ্য ও সেবা প্রকল্প
- অনলাইন সেবা প্রকল্প

৫. বহুমুখী সমবায়

নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে চলছে। সমিতির গঠিত পুঁজি লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃশ্যমান অবদান রেখে চলছে। উক্ত সমিতি ঋণ সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গাভীপালন, হাঁসমুরগী পালন ইত্যাদি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে যা এলাকার বেকারত্ব দূরীকরণে অনেক ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া নারীর শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও যৌতুক প্রতিরোধমূলক সমাজ সচেতন কর্মসূচীর মাধ্যমে এলাকার সচেতনা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-কে "বহুমুখী সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

নিবন্ধন : রেজি নং- ১৬৪, সংশোধিত ৫৩, তাং ১৫/০৪/২০০৮
ঠিকানা : ভবানীপুর, নওগাঁ সদর , নওগাঁ
সদস্য সংখ্যা : ১৪,৪০৯ জন
উপকারভোগীর সংখ্যা : ২ লক্ষের অধিক
কর্মসংস্থান সরাসরি : ২৪৩ জন
আত্মকর্মসংস্থান : ১৪,৪০৯ জন

সম্পদ

- শেয়ার ২,০৪,৭৬,৮০০ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ২,৪৮,৭৫,৪৫৬ টাকা
- বন্টনযোগ্য মুনাফা ১,৫৫,৫১,৫৮৮ টাকা
- লভ্যাংশ ৩০,০৪,১৪৮ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ৪০,৫৭,১৩০ টাকা
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় ১,৫৪,৮২,৯১০ টাকা
- মাসিক সঞ্চয় ৪,৩৬,২৫,৭০৭ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প
- মার্কেট প্রকল্প
- রিক্সা ও অটো ব্যবসা প্রকল্প
- স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প
- সমবায় ইলেক্ট্রনিক্স প্রকল্প
- সমবায় বাজার প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- গবেষণা সেল
- অনলাইন সেবা প্রদান
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন
- কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা-মাতাকে আর্থিক সহায়তা
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫

৬. মৎস্য সমবায়

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার রমানাথপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ দেশের মৎস্য সম্পদের আহরণ ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগ করে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া এ সমিতি এলাকার জনগণের মধ্যে স্বাক্ষরতা কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক ও সচেতনামূলক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। এলাকার দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ রমানাথপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ কে "মৎস্য সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

রমানাথপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন : রেজিনং-১০৪, তারিখ ০৭/০৫/২০০৯ খ্রিঃ
ঠিকানা : রমানাথপুর, ধনপুর, ইটনা, কিশোরগঞ্জ
সদস্য সংখ্যা : ২৮ জন
উপকারভোগীর সংখ্যা : এক হাজারের অধিক
কর্মসংস্থান : ৮ জন

সম্পদ

- শেয়ার মূলধন ৩,৩৩,২০০ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ১০,১১,২০০ টাকা
- অস্থায়ী আমানত ১৬,৭০,০০০ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ৫,৫৬৫ টাকা
- অবন্টিত লাভ ১৪,১২২ টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তি ৪১,৬৪,১৪৫ টাকা
- নীট লাভ ২৮,৫৬৮ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- ৮০,০০০ টাকা মূল্যে ক্রয়কৃত সমিতির নিজস্ব নৌকা দিয়ে মাছ আহরণ ও বাজারজাত করা হয়
- মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- নিরক্ষরতা দুরীকরণ
- পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা
- স্বাস্থ্য সেবা
- রাস্তাঘাট ও বাঁধ মেরামত
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- বয়স্ক শিক্ষা

৭. মুক্তিযোদ্ধা সমবায়

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম সদর যুদ্ধাহত, পঙ্গু ও শহীদ পরিবার মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। সমবায়ের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। গঠিত পুঁজি থেকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁসমুরগি, গাভীপালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বল্প সুদে ঋণদান করে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমিতির ব্যাপক অবদান রয়েছে। এ ছাড়া সমিতির অস্বচ্ছল সদস্যদের সাহায্য অসুস্থ সদস্যদের চিকিৎসা, মৃত সদস্যের দাফনসহ সামাজিক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণ করে থাকে। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃশ্যমান অবদানের জন্য ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম সদর যুদ্ধাহত, পঙ্গু ও শহীদ পরিবার মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ-কে "মুক্তিযোদ্ধা সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম সদর যুদ্ধাহত, পংঙ্গু ও শহীদ পরিবার মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন : নং-২৯, তারিখ ০৮/০৭/১৯৯৬ইং,
সংশোধিত নিবন্ধন নং, ০১ তারিখ ২৭/০৩/২০০৫ইং
ঠিকানা : ফুলবাড়ী কুড়িগ্রাম
সদস্য সংখ্যা : ৫৭২ জন
কর্মসংস্থান : ৮ জন (সরাসরি)

সম্পদ

- শেয়ার আমানত ১৯,১১০ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ১২,২৬,৫০০ টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তি ৫০,০০০ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ২,৭০,০০০ টাকা
- লভ্যাংশ বিতরণ ৮৮,৫০০ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- সমিতির অস্বচ্ছল সদস্যদের সাহায্য সহযোগীতা ও স্বল্পসুদে ঋণ দাদন
- সদস্যদের ব্যবসায়িক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
- সঞ্চয়ী প্রকল্প
- বনায়ন ও মৎস্য চাষ

সামাজিক কর্মকান্ড

- এলাকায় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষাদান
- নৈশ্য বিদ্যালয় পরিচালনা
- স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদে অনুদান প্রদান
- চিকিৎসা সাহায্য
- দাফন/অন্তষ্ঠিক্রিয়ায় সাহায্য
- বৃক্ষরোপন
- যৌতুক প্রতিরোধ
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- মাদক প্রতিরোধ

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫

৮. বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়

লক্ষীপুর জেলার রায়পুর দেনায়েতপুর ভূমিহীন বর্গাদার কৃষি সমবায় সমিতিটি এলাকার কিছু ভূমিহীন, বিত্তহীন বর্গাদার চাষীদের নিয়ে ১৯৮৩ সালে গঠিত হয়। শুরু থেকেই ভূমিহীন ও বিত্তহীন বর্গাদার চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সমিতি সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষিখামার ও দুগ্ধ খামার গঠনের মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। বৃক্ষরোপন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্যানিটেশনসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকায় জনগণের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ সমিতির অবদান দৃশ্যমান। এ ছাড়া এ সমিতি এলাকার বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। সমিতির এসব কার্যক্রম বিবেচনায় দেনায়েতপুর ভূমিহীন বর্গাদার কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ-কে "বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

দেনায়েতপুর ভুমিহীন বর্গাদার কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি নং-০৩ (নোয়া), তারিখ ০৪/০৪/১৯৮৩
ঠিকানা : দেনায়েতপুর, রায়পুর, রায়পুর, লক্ষীপুর
সদস্য সংখ্যা : ৪৬০ জন
স্ব-কর্মসংস্থান : ৭৮ জন

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- ফসল উৎপাদন প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
- বিনিয়োগ প্রকল্প
- মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প
- দুগ্ধ খামার প্রকল্প
- কৃষি খামার প্রকল্প
- সমবায় বাজার প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- বয়স্ক শিক্ষা
- বৃক্ষরোপন
- যৌতুক প্রতিরোধ
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- অসহায়কে সহায়তা
- মাদক প্রতিরোধ
- স্বাস্থ্য সেবা
- দাফন/অন্তর্ষ্ঠিক্রিয়ায় সাহায্য

সম্পদ

- শেয়ার ৪৬,০০০ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ২১,৯৩,৪১২ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ১,০৪,৬৩৪ টাকা
- স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ৫,৪০,৫৭২ টাকা
- গৃহীত ঋণের পরিমাণ : ১৩৫ লক্ষ টাকা
- পরিশোধিত ঋণের পরিমান ১২৭ লক্ষ টাকা

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫

৯. যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

আগষ্টিন পিউরীফিকেশন

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

ঠিকানা : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯নং তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

রেজিঃ নং : ২৮২, তারিখ-০৬-০৬-১৯৭৮

সদস্য পদ গ্রহণ : ০৩-০২-১৯৯২খ্রিঃ।

জনাব আগষ্টিন পিউরীফিকেশন ঢাকা জেলার তেজগাঁও থানার **দি মেট্রোপলিটন খ্রীস্টান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ** এর ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সততা ও নিষ্ঠার কারণে সমিতির সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি নিজে সমিতির সকল নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা পালনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমুল পরিবর্তনের পেছনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি সমিতির মাধ্যমে নিরলসভাবে আবদান রেখে যাচ্ছেন। তাঁর এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আগষ্টিন পিউরীফিকেশনকে "যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

জনাব আগষ্টিন পিউরীফিকেশন ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদে ২০১২ থেকে দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে সোসাইটির সকল সভা পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১০০ বিঘার উপরে জমি ক্রয় করা হয়েছে। ১৩টি হাই রাইজ বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তিকালীন সময়ে তাঁর শেয়ার ১০০ টাকা ছিল। বর্তমানে সমিতিতে তাঁর ব্যক্তিগত শেয়ার ৬.১৬ লক্ষ টাকা ও সঞ্চয় আমানত বাবদ ১৭.৫৫ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রয়েছে। তিনি সমিতি থেকে এ যাবত তিনটি ঋণ গ্রহণ করে দুইটি ঋণ লাভসহ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন। তাঁর সততা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই সোসাইটির সদস্যরা তাকে বারবার সোসাইটির দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন। এছাড়া তাঁর নেতৃত্বেই সোসাইটিতে সদস্যদের সমবায় আইন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের নিমিত্তে কমপক্ষে বৎসরে বারোটি শিক্ষা সেমিনার/মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় সোসাইটির সদস্য-সদস্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে। তিনি সোসাইটির সদস্য-সদস্যাদের গৃহ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কার্যকালেই সোসাইটির বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি ফ্রান্স, নেপাল, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, ভারত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, দঃ-কোরিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসায়িক সেমিনার, শিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সোসাইটির সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বাইশ হাজারেরও অধিক। সোসাইটির সেবা ইউনিটগুলো সচল রাখার কারণে বিগত বছরে ২৮ জনের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র প্রকল্পের আওতায় এনে খন্ডকালীন কাজের সুযোগ দিয়েছেন ৩০ জনকে। বর্তমানে সোসাইটিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১২৪ জন। এছাড়াও সোসাইটির প্রায় ২২ হাজার সদস্য-সদস্যারই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১০. কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়

রাজধানীর মহাখালী কলেরা হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দের নিয়ে আইসিডিডিআরবি'র বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গঠিত। এ সমিতিটি সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে তর্তমানে বিশাল অংশের তহবিল গঠন করেছে। উক্ত তহবিল পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করে সমিতির সদস্যদের জীবনমানের প্রভূত উন্নতি সাধন করে যাচ্ছে। পেশাগত প্রশিক্ষণ, দুঃস্থ জনগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এ সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কলেরার স্যালাইন তৈরীর প্রকল্প উক্ত সমিতির অন্যতম অর্থনৈতিক ও সেবাধর্মী কর্মসূচী, যা সকল পর্যায়ে প্রশংসিত। সমিতির এসব কার্যক্রম বিবেচনায় আইসিডিডিআর, বি'র কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কে"কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়" শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়।

আইসিডিডিআর,বি'র কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন : রেজিনং-১৬৪, সংশোধিত ৫৩, তাং ১৫/০৪/২০০৮
ঠিকানা : ৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন স্মরণী, মহাখালী, ঢাকা
সদস্য সংখ্যা : ২,৩৫২ জন
উপকারভোগীর সংখ্যা : লক্ষাধিক
কর্মসংস্থান সরাসরি : ৬০ জন

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- ঋণদান প্রকল্প
- হিউজিং স্কিম
- কলেরা স্যালাইন (ওআরএস) তৈরি প্রকল্প
- পরিবহন প্রকল্প
- আবাসান প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড

- বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান
- সমিতির ওয়েব সাইট সেবা
- ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স সেবা
- বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা সেবা
- বৃক্ষরোপন
- যৌতুক প্রতিরোধ
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- অসহায়কে সহায়তা
- মাদক প্রতিরোধ

সম্পদ

- শেয়ার সঞ্চয় ৬,৬২৪.১১ লক্ষ টাকা
- সঞ্চয় আমানত ৪৫৪.০৬ লক্ষ টাকা
- স্থাবর সম্পত্তি ৪২১.৫৬ লক্ষ টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তি ৬৭০.০২ লক্ষ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ১৬৯.৮০ লক্ষ টাকা
- দীর্ঘ মেয়াদী আমানত ১,০০০.০০ লক্ষ টাকা
- অন্যান্য তহবিল ১৭৬.৯৮ লক্ষ টাকা
- লভ্যাংশ বন্টন ৪৫.৬৮ লক্ষ টাকা

সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন

এম.এম মোর্শেদ

টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে। পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন-টকশো, সভা-সেমিনার এমনকি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও। মোট কথা টেকসই উন্নয়ন এখন আর শুধু একটি শব্দের গন্ডির মধ্যে আটকে নয়। বরং নাম বা Brand হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিককালে এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। এখন আসা যাক টেকসই উন্নয়ন বলতে আমরা কি বুঝি। ব্যক্তিগতভাবে আমি টেকসই উন্নয়ন বলতে বুঝি, "একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা"।

সমবায় সমিতিকে বৃহৎ শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা, ক্ষেত্র বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে।

১৯৮৭ খৃঃ জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত Brundlond Report প্রদত্ত সংজ্ঞাকে আমরা মোটামোটিভাবে টেকসই উন্নয়ন এর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

"Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভব। কেননা, বৃটিশ আমল থেকেই সমবায় বিভাগ সরকারের পক্ষে এদেশের ধনী-গরীব নির্বিশেষে আপামর জনগণের কল্যাণে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা সমবায় অফিসার এবং জেলা সমবায় অফিসার যথাক্রমে উপজেলা ও জেলায় সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সমাজের আর্থিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশে ১,৮০,০০০ সমবায় সমিতি রয়েছে। এসকল সমবায় সংগঠন, পূঁজি গঠন, বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র হ্রাসকরণে উল্লোখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি সমবায় সমিতি, মৎস সমবায় সমিতিসহ আরো বিভিন্ন পেশাজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন হচ্ছে যা প্রকৃত পক্ষে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০" (SDG) এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা যদি গভীরভাবে সমবায়ের মূলনীতি সমূহের সাথে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (SDG) এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই SDG এর অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রাই সমবায়ের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সমবায়ের মূলনীতিসমূহ

১. স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্য পদ
২. গণতান্ত্রিক সদস্য ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ
৩. সদস্যদের আর্থিক অংশগ্রহণ
৪. স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা

৫. সমবায় প্রশিক্ষণ
৬. আন্তঃসমবায় সহযোগিতা
৭. সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অঙ্গীকার।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ১৯৩টি দেশ নিম্মোক্ত ১৭ লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একমত হয়েছে।
১. দারিদ্য বিমোচন- সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।
২. ক্ষুধা মুক্তি- ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।
৩. সু স্বাস্থ্য- স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।
৪. মানসম্মত শিক্ষা- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
৫. লিঙ্গ সমতা- লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন করা।
৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা- সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী- সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি- সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো- দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।
১০. বৈষম্য হ্রাস- দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়- নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলে।
১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার- টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।
১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৪. টেকসই মহাসাগর- টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।
১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার- পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা।
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব- বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা। (তথ্যঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা উইকিপিডিয়া)।

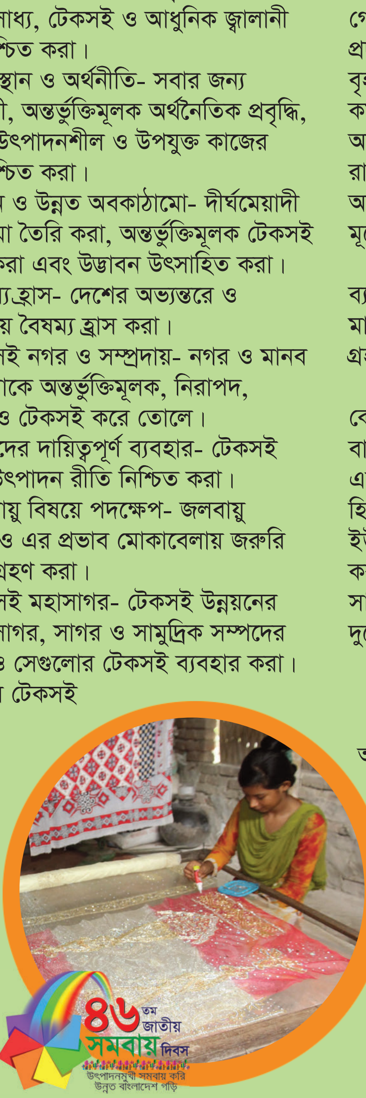

সমবায় একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন। যদিও সমবায় আদর্শ অতি প্রাচীন তথাপি সমবায় এর গুরুত্ব বিশ্বজুড়ে অপরিসীম। ইহা সত্য যে সমবায়ের আবির্ভাব হয়েছিল সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য। যেমন- তাঁতী শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, ভূমিহীন শ্রেণী ইত্যাদি নানা পেশাজীবি শ্রেণী। তবে যাই হোক, বর্তমানে সমবায় আর শুধুমাত্র সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করেই থেমে নেই। বরং সমবায় এখন বৃহৎশিল্পায়ন, সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও সমবায় বিশেষ অবদান রাখছে। উন্নত বিশ্বে, বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের উন্নয়নের মূলে সমবায়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কারণ সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ "পূঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা" ও সমাজতান্ত্রিক "রাষ্ট্রীয় মালিকানা"র মধ্যপন্থী হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

আমি সমবায়ভিত্তিক ইউরোপীয় বহুজাতিক কোম্পানি ইন্টারকুপ (INTER COOP) এ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের কোয়ালিটি এথিকস্ ডেভেলপম্যান্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দীর্ঘ ৯ বৎসর কাজ করার সুবাদে ইউরোপের সমবায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইউরোপের সমবায় সাফল্যের অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধান দুটো কারণ :

১. স্বচ্ছতা (Transparency)
২. দায়বদ্ধতা (Accountability)

বাস্তবিকই ইউরোপে প্রায় দুই শতাব্দির অধিক কাল পর্যন্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ সমবায় সমিতির সদস্য, ক্রেতা ও জনগণের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। Euro Coop এর মহা পরিচালক Toda Ivanov এর মতে Euro Coop এর ৫ সদস্য তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের মার্কেট লিডার, SOK (ফিনিস জাতীয় সমবায় সংস্থা) ফিন্যালন্ডের ৪৭%, Coop ডেনমার্ক ৩৭%, Coop ইটালী ২১%, Coop Jedonota Slovakia ২০% এবং Coop Estonia ২০%। ইউরোপের সমবায় উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলে, তারা আর্ন্তজাতিক সংস্থা কর্তৃক তাদের প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসে। যেমন ISO-9001, SA-8000 সনদ। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি Coop ইটালী ১৯৯৮ খ্রিঃ সর্বপ্রথম ইউরোপের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন SA-8000 সনদ পাওয়ার সম্মান অর্জন করে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ফ্যাক্টরী ও সংস্থাগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা যাচাই করার জন্য সার্টিফিকেশন পদ্ধতি হিসেবে Social Acconlibilily International ১৯৯৭ খৃঃ SA-8000 এর সূচনা করে।

যাই হোক, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

নিচে বর্ণিত সুপারিশগুলো SDG বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে পালন করতে পারে :
১. সমবায় অধিদপ্তরে একটি উন্নত মানের গবেষণা সেল গঠন করা যেতে পারে।
২. সমবায় সমিতিকে বৃহৎ শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা, ক্ষেত্র বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে।
৩. সমবায় নিবন্ধনের বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা নিবন্ধনের মাধ্যমেই একটি সমবায় সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই নিবন্ধনের পূর্বেই ভালোভাবে যাচাই বাচাই করে নিতে হবে।
৪. সমবায় কর্মকর্তাদের বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা সমবায় অফিসার (UCO) এবং জেলা সমবায় অফিসার (DCO) এর পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। UCO এর পদটি ১ম শ্রেণীতে (সহঃ নিবন্ধক মর্যাদায়) উন্নীত করা যেতে পারে। কেননা, উপজেলায় কর্মরত প্রায় সকল বিভাগীয় কর্মকর্তার পদসমূহ ১ম শ্রেণীর এবং কোন কোন বিভাগে ২-৩টি ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা রয়েছে। একইভাবে DCO এর পদ মর্যাদাসহ নিবন্ধক থেকে উপ-নিবন্ধক মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে, যা কিনা জেলার অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
৫. পরিদর্শকগণকে আরো অধিক পরিমানে প্রশিক্ষণ প্রদান, কারণ, পরিদর্শকগণের রিপোর্টের উপর নির্ভর করেছে একটি সমিতির

মানদন্ড।
পরিদর্শকগণকে শুধুমাত্র সমিতির দোষ অন্বেষণ করলেই চলবে না। বরং একটি সমিতি কিভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবে সেই দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কিছুটা বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। যাতে করে কোন সমবায় সমিতি সমবায় আইন অমান্য করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৭. সমবায় সমিতিসমূহকে আন্তর্জাতিক সনদ/সার্টিফিকেট প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। যেমন : ISO-9001, SA-8000 ইত্যাদি, এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরকে এগিয়ে আসতে হবে Pilot Program এর মাধ্যমে। কেননা সমবায় অধিদপ্তরই সমবায় সমিতিসমূহের অভিভাবক সংস্থা।

৮. কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। সমবায় অধিদপ্তরের প্রেষণে নিয়োজিত "ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার" পদটি সহকারী নিবন্ধক (১ম শ্রেণী) করা যেতে পারে।

৯. সমবায় পদ্ধতিকে আরো আধুনিকায়ন করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ILO বা ইউরোপের সফল সমবায় যেমন ফিনল্যান্ডের SOK, সুইডেনের KF (Kooperative Forburndet) বা Coop ইটালীর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. সমবায় মার্কেট (সাবেক বিডিআর মার্কেট) কে আরো আধুনিকায়ন করে এর সেবার মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি উন্নত মানের সমবায় শপিং মল করা যেতে পারে। সমবায় শপিং মল/মার্কেটটি হতে পারে জেলার সবচেয়ে আর্কষনীয় মার্কেট। এতে একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পণ্য সহজলভ্য হবে, এবং অন্যদিকে সমবায় এর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে। সমবায় মার্কেটিতে অনলাইন শপিং সিস্টেম চালু করা যেতে পারে।

১১. বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকা সমবায় সমিতিগুলোকে দক্ষ সমবায় কর্মকর্তা দ্বারা অডিট, প্রয়োজন বোধে External Expert দ্বারা অডিট/জরিপ করা যেতে পারে। অডিট রিপোর্টের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. প্রত্যেক উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তাকে তাদের নিজস্ব উপজেলা/জেলায় ভালো সমবায় সমিতি গঠনের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। উপজেলা/জেলা সমবায় কর্মকর্তাগণকে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে Crest/Award Sprit of the cooperative দেয়া যেতে পারে।

১৩. সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/এজেন্সি যেমন : বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, BRDB, BRAC, ILO, BRDC ইত্যাদির সাথে গোল টেবিলে বৈঠক করা যেতে পারে।

১৪. সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমবায় হাসপাতালের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যার ফলে স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে এর SDG ৩নং লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব।

১৫. প্রয়োজনে সমবায় আইনকে আরো যুগোপযোগী করা যেতে পারে; বিশেষ করে জটিলতা হ্রাস করা।

১৬. সমবায় অধিদপ্তরে একটি Integrity Unit খোলা যেতে পারে। Integrity Officer সরাসরি নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; যাদের কাজ হবে পরিদর্শক/অডিটরদের মনিটরিং করা/ এবং অধিদপ্তরের ঝুঁকি নির্ণয় করা। বিশেষ করে দূর্বল সমিতিগুলো পর্যালোচনা করা। এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। উপজেলা সমবায় ব্যাংকটি হতে পারে মাঠ পর্যায়ের সকল সমবায় সমিতির ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। সমবায় অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড যৌথভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৮. বাংলাদেশের মত যুব শক্তি বর্তমান বিশ্বে বিরল। তাই এই যুব শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের জন্য হবে আর্শীবাদ। সমবায়ের মাধ্যমে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া যাতে পারে।

১৯. সমবায় সমিতিতে কর অবকাশের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এখানে সমবায় অধিদপ্তর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২০. সমস্ত সমবায় পণ্যের মধ্যে "কুপ" (Coop) ট্রেড মার্ক দেয়া যেতে পারে। যাতে সাধারণ ক্রেতা/ জনগণ সহজেই সমবায় পণ্যকে চিনতে পারে। এই ট্রেডমার্ককে ব্যপকভাবে প্রচারণা করা যেতে পারে।

২১. সমবায় একটি বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস হওয়া সত্ত্বেও এই ক্যাডারের কিছু কিছু কর্মকর্তা এক পর্যায়ে উপসচিব হয়ে অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসে চলে যান, যার ফলে দক্ষ সমবায় কর্মকর্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমবায়ের স্বার্থে সমবায় ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাকে অন্য সার্ভিসে যাওয়া বন্ধ করা উচিত বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। পক্ষান্তরে সমবায় কর্মকর্তাদের আরো অধিক পরিমানে সমবায় মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিৎ। সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে গর্ব করা উচিৎ কেননা, সমবায় কর্মকর্তারা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

২২. সমবায় সমিতিগুলোতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেরাই তাদের সমিতি স্বাধিন ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে, সমবায় অধিদপ্তর তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি : বাংলাদেশে সমবায়ের মাধ্যমেই জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য" ২০৩০ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তবে সেই ক্ষেত্রে সমবায়কে আরো আধুনিকায়ন করে বৃহৎ শিল্পায়ান ও উৎপাদানমুখী সমবায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

● এম.এম মোর্শেদ : সমবায় বিশেষজ্ঞ

শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে

প্রয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

সান্ধ্যকালীন চা চক্রে দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পাতায় প্রকাশিত ঢাকার ফ্ল্যাট ও প্লটের আকাশ ছোঁয়া মূল্য এবং এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের করণীয় শীর্ষক এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় স্থান পেয়েছিল আধুনিক আবাসনের স্বপ্ন পূরণে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান বিষয়। এই ব্যবধানের কারণ অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছিলো সাম্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ক্ষত এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার রূঢ় চিত্রসমূহ। ঠিক সেই ক্ষণে ২০১০ সালের ২৫ জুন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির চিত্রপট বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে সীমিত মূলধনে তীব্র মনোবল সম্পন্ন

উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ *উদ্যোমী ও উদ্যোগী ২০ জন* পেশাজীবী সংগঠিত হয়ে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ঢাকার নান্দনিক পরিবেশে প্রত্যেক সদস্যদের জন্য লালিত স্বপ্নের ফসল "আধুনিক নিরাপদ আবাসন" নিশ্চিতকল্পে "আবাসন" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর হতে সংগঠনটি প্রয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে ১৪ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ নিবন্ধন লাভ করে। ঢাকা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ এই সমিতির জন্য আনুমানিক শেয়ার ১ লক্ষ টাকা এবং শেয়ার মূলধন ১ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে এই সমিতি লাভজনক ও উন্নয়নমুখী বহু কর্মসূচী গ্রহণ করে তা কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমিতি তথা সদস্যদের উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। *সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে* অনুপ্রাণিত হয়ে জুন-২০১৭ পর্যন্ত ১০৬ জন সদস্য প্রয়াসের পতাকা তলে সমবেত হয়ে প্রায় দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকার সম্পদ-সম্পত্তি অর্জনের পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখে চলেছে

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমিতির প্রাথমিক ও মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমমনা সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে সামষ্টিক সঞ্চয় দ্বারা লাভজনক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে সদস্যদের ঢাকা শহরের নির্মল পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে তথা সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ বান্ধব নান্দনিক ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে সাম্য ও সম্প্রতি বজায় রেখে সুখে-শান্তিতে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে উদ্ভাবনী কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ (আইটি, ই-কমার্স, সেবা, বিপনন, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, খাদ্য, আবাসন, পর্যটন শিল্প ইত্যাদি) গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে ঠিকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা।

সমিতির প্রশাসনিক কর্মকান্ড

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সমিতিটি তার সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সে চেতনায় বিশ্বাস রেখে এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন টেকসই লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ এবং দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি আর্থিক বছরে নিয়মিতভাবে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত অডিট কর্মকর্তা দ্বারা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রয়াসের সাফল্য গাথা কর্মসূচীসমূহ
আবাসনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীসমূহ :

প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রথমার্ধে প্রয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ আধুনিক পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ আবাসনের লক্ষ্য নিয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পশ্চিমদী মৌজায় অবস্থিত মদিনা নগর হাউজিং সোসাইটিতে ৫.২৫ শতকের ৩ টি প্লট কিস্তিতে ক্রয় করে। পরবর্তীতে একই এলাকায় মুজাহিদনগর হাউজিং সোসাইটিতে ৫ শতকের ২ টি প্লট কিস্তিতে ক্রয় কয় করতে সক্ষম হয়। এই সমিতি ইতোমধ্যে সাভার পৌর সভার নান্দনিক পরিবেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হাউজিং সোসাইটিতে ১০ শতাংশের প্লটকৃত জমি ১৪ শেয়ারে যৌথভাবে ক্রয় করে দুই ইউনিট বিশিষ্ট ৮ তলা উচ্চতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। যৌথভাবে কাজ করায় সমিতি সাশ্রয়ী মূল্যে এখানে ১৬০০ বর্গফুটের ১ টি ফ্ল্যাটের গর্বিত মালিক হয়েছে। এ ছাড়া সমিতি খুলনা জেলার রূপসা থানায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পাশ্ববর্তী রোড সংলগ্ন বাগমারা মৌজার নান্দনিক পরিবেশে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠা হাউজিং সোসাইটিতে ৪.৭৫ শতাংশের প্লট

এবং ধামরাই উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের বরাকৈর মৌজায় ২০ শতাংশ ফসলী জমি ক্রয় করেছে। জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণের পাশাপাশি এই সমিতি ঢাকা মহানগরীর ব্যস্ততম জুরাইন রেলগেট সংলগ্ন "জুরাইন টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্সে" ভাল পজিশনের ১টি দোকান ক্রয় করেছে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্দ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী সমূহ : সমমনা সদস্যদের সম্মলিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় উদ্ভাবনী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে

প্রয়াস নক্সী
প্রায় ৩ বছর যাবৎ সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য জান্নাতুল ফেরদাউস, আনজু মান আরা মোস্তফা, নাছরীন আক্তার ও মনজু আরা খাতুন এর উদ্যোগে যশোরে নক্সী কাথা, নক্সী চাদর, শাড়ী, থ্রি পিচ, টু পিচ, ওয়ান পিচ, টিস্যু বক্স কভার, কুশন কভার-এ হাতে নক্সার কাজ করে বিদেশে তথা অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে এই উদ্যোগ সফল করতে ৪ জন টিম লিডারসহ ৪০-৪৫ জন মহিলা ও পুরুষ কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সদস্যদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এমডিজি ও এসডিজি অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১৩ খ্রিঃ প্রকল্প -১০ এর আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যেমন :

সুন্দরবন থেকে সংগৃহিত খাটি মধু বিপনন
সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে সুন্দরবনের পরিচিত মৌয়ালের নিকট হতে খাঁটি মধু ক্রয় করে তা সদস্যদের মাঝে বিপনন করে। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বিষমুক্ত ফলমুল যেমন আম ও কাঁঠাল বাগান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর পরিসর বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

গরু মোটাতাজাকরণ
সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য মোঃ এনামুল হক মোল্যার উদ্যোগে ২ বছর যাবৎ গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে ২-৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশে ক্ষুদ্র পরিসরে হলে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে।

গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন
সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য জনাব ফকির রেজাউল করিমের উদ্যোগে ২ বছর যাবৎ গৃহীত এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ২-৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশে ক্ষুদ্র পরিসরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

পরিবহন সেবা
মিসেস সালমা আক্তার এবং এ এফ এম আব্দুল কুদ্দুস, ও মোঃ সোহেল রানার উদ্যোগে সমিতির অর্থে অটোরিক্সা, সিএনজি ও লেগুনার মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ১০-১২ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

পাট বীজ
প্রায় ৩ বছর যাবৎ মোঃ হাদিউজ্জামান ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং জান্নাতুল ফেরদাউস এর উদ্যোগে দেশীয় জাতের পাট বীজ ও তোষা জাতের পাট বীজ ক্রয়, সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বিপননের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও দেশে পাট বীজ সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা রেখে চলেছে।

নির্মাণসামগ্রী
সমিতির সদস্য মোঃ শাহ আলম মাষ্টার, মোঃ আব্দুল হালিম ও মোঃ আব্দুল আলিম এর উদ্যোগে ইট প্রস্তুত ও বিপনন, পাথর ক্রয়-বিক্রয় ও কাঠ ক্রয় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ কাজে ১০-১২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বস্ত্র ব্যবসা
সমিতির উদ্যোগী সদস্যদের মাধ্যমে ঈদ, পুজা, ১লা বৈশাখসহ বিভিন্ন পার্বনে রেডিমেট গার্মেন্টসসহ বস্ত্র ব্যবসায় সমিতির টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এ কাজের মাধ্যমে ৮-১০ জন সদস্যের বেকারত্ব দুর হয়েছে।

চিকিৎসা সেবা
সেবা ফার্মেসীর শেয়ার ক্রয় করে এ সমিতি গরিব ও দুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মিসেস সালমা আক্তার এর উদ্যোগে ঢাকা ফার্মেসীতে বিনিয়োগ করা হয়।

মোবাইল ব্যাংকিং ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
শেখ নাহিদুজ্জামান জুয়েল ও মোঃ মাসুদ রানার উদ্যোগে বিকাশ, ফ্ল্যাক্সি লোড, এমবি বিক্রয়সহ ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ৩-৪ জন সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

● এ টি এম গোলাম কিবরিয়া, সম্পাদক, প্রয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় রুস্তমপুর মহাসড়কের পাশে আধুনিক একটি গ্রাম কালুহাটি। জীবন জীবিকার তাগিদে এক সময় এখানকার কিছু উৎসাহী তরুণ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছিল একটি সংগঠন। যার নাম কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ। স্বল্প পুঁজি নিয়ে শুরু হয় তার পথচলা। পুঁজির পরিমাণ স্বল্প হলেও মনবল ছিল আকাশ ছোঁয়া। তাদের এই দৃঢ় মনোবলের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনটির ভিত শক্ত হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এর সদস্য সংখ্যা বাড়ে, পুঁজি বাড়ে, বাড়ে কর্ম পরিধি। রুপান্তরিত হয় কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ। যা ইতিমধ্যে দেশ সেরা সমবায় সমিতির গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হতে চলেছে।

২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০ জন সদস্য জোরালো ভাবে তাদের চিন্তা শুরু করেন সমবায় সমিতি গঠনের প্রায় ৫ মাস সমিতির সদস্যরা ধারাবাহিক ভাবে আলাপ আলোচনা বোঝা পাড়া হিসাব নিকাশ ও কর্মপরিকল্পনা শেষে উপজেলা সমবায় অফিস এবং জেলা সমবায় অফিস রাজশাহী এর সার্বিক সহযোগিতায় তারা সমবায় সমিতি গঠনের চুড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়। কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লি: এর এক ঝলক কর্ম উদ্যোগী মানুষের স্বপ্নের সফল রাজশাহী জেলা অন্তগত চারঘাট উপজেলায় কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ।

সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন লাভের পর থেকে কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগন সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে নজর দেন ও পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। আর্থিকভাবে দুর্বল তাই তারা বিগত সনে ১৬,৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কাজ করতে এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় জুতা সেন্ডেল সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকে। এখন তারা প্রতিষ্ঠিত এবং দরিদ্র বা পরিশ্রমী লোকদের সমিতির সদস্যভূক্ত করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তারা অল্প সময়েই ব্যাপক লাভবান হন এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ নিয়ে কালুহাটি পাদুকা বিষয়ে জাপান হতে মেশিন নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

কালুহাটি এলাকায় ৫০ জন সদস্য আর ১০,০০০ টাকার মুলধন নিয়ে শুরু করা কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ-এর এখন নিজস্ব জমিতে পাদুকা শিল্পের টিনের ছাউনীসহ প্রায় ১৫টি ঘর আছে। সমিতির বর্তমানে সমিতির শেয়ার মুলধন আছে ৮৯,৯০০ টাকা। সদস্য সংখ্যা ১২২ জন। সমিতির সম্পাদক জানান ৮৯,৯০০ টাকা মুলধনের মধ্যে সঞ্চয় আমানতের পরিমান ৫,৮৫,৪২৫ টাকার মধ্যে প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা এখন ঋণ হিসাবে সদস্যদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে। বাকি টাকা নগদ ও বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ রয়েছে। তাদের আর্থিক সংকটের জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৬,৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লি: অনেক উন্নত করে। তারা প্রতি সপ্তাহে স্থানীয় ০২ টি হাটে প্রায় ৫,০০,০০০ টাকার পাদুকার পন্য বিক্রয় করে এবং ১৬,৫০,০০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ১২ মাসে পরিশোধ করে। ৬৮ জন সদস্য আবার ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হতে ঋণের আবেদন করে। তাদের নামে ঋণ মঞ্জুর হয় ৩০,০০,০০০ টাকা।

কালুহাটি পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা ৬ সদস্য বিশিষ্ট। ব্যবস্থাপনা কমিটির সমবায় আইন বিধি মোতাবেক নিয়মিত মাসিক সভায় মিলিত হয়।

সমিতির ২ জন সদস্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন নওগাঁয় প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন এবং জাপানে পাদুকা বিষয়ে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাদুকা শিল্প তার মান ও আধুনিক ডিজাইনের কারণে দেশে ও দেশের বাহিবে সমানভাবে সমাদৃত। সমবায় অধিদপ্তর পাদুকা শিল্পের বিকাশে পাদুকা শিল্পভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন, প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদিত পণ্যের সম্প্রসারীত বাজার সৃষ্টির লক্ষে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রনয়ন করছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের পাদুকা শিল্প একটি শক্তিশালী অবকাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তা এ দেশের আপামর জনতার প্রত্যাশা। সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমবায় ভিত্তিক পাদুকা শিল্প অচিরেই দেশে বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করবে সে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র : জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী

সানরাইজ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সফলতা

বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুজি সংগ্রহ ও লাভজনকখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার জনসাধারণকে হায় হায় কোম্পানী থেকে রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক ব্যাধিসমুহ দূর, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২৪ জন ভিন্ন পেশার ব্যক্তি মাত্র ২৪,০০০ টাকা শেয়ার ও ২৪,০০০ টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাধীন সানরাইজ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ ২০০৮ সালে গঠন করেন।

সৎ ,উদ্যোগী, দায়ীত্ববান ও মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯ জন সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় করে প্রথম চার বছরে মোট ৪,৬৩,০০ টাকার শেয়ার বিক্রি ও ১০,৫৮,২৫০ টাকা সঞ্চয় আদায় করতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সঠিক নেতৃত্তে তিলে তিলে সংগৃহিত পুঁজি বিভিন্ন লাভজনক বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রথম চার বছরে মোট ৮,২৩,৮৯০ টাকা নীট লাভ। পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান হারে সমিতি নীট লাভ অর্জন করতে থাকে।

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৫৩ জন। এর মধ্যে ৫৫৯ জন পুরুষ এবং ১৯৪ জন মহিলা। সদস্যরা নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। রিক্সা চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, শিক্ষক, ব্যাংকার, সরকারী চাকরীজীবি, রাজনীতিবিদ সমহারের সমিতি হতে সুযোগ পেয়ে থাকেন।

সমিতির ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছে সকল শ্রেণীর সদস্যের প্রতিনিধিত্ব। এতে রয়েছেন শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিক। প্রতি প্রকল্পের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপ-কমিটি। হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে হিসাব রক্ষণে দক্ষ অভ্যন্তরীন অডিট কমিটি।

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৮/০৮/২০১৭খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির ২৬১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির নিজ অফিসের জন্য ও প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য মোট ৯ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া সমিতি বিভিন্ন উৎপাদনমূখী ট্রেডে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আত্ন-কমসংস্থান করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্যদের আত্ন-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঋণ, পরিবহন ঋণ, জনশক্তি রপ্তানীখাতে ঋণ, কৃষি ঋণ, গবাদি পশুপালন ঋণ, মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান করে থাকে।

সমিতির বর্তমান প্রকল্পসমূহ

সানরাইজ ট্রেডিং : এটি একটি মেগাশপের ন্যায় প্রতিষ্ঠান । ইলেকট্রনিক্স এবং ইটেকট্রিক জাতীয় পণ্যসহ বিভিন গৃহ সজ্জার পণ্য এখান থেকে সদস্যরা সহজে/ন্যায্যমূল্যে/কিস্তিতে ক্রয় করার সুযোগ পায়। যেমন : টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী।

সানরাইজ পোল্ট্রি ফার্ম : এটি একটি লাভজন উৎাদনমূখী প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দুই জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে।

সানরাইজ এ্যাম্বুলেন্স : সমিতির সদস্যদের ও এলাকার হত দরিদ্রদের সহজে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের জন্য সমিতি ২২,৮৩,৩৮৩ টাকা মূল্যে একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বিলিত এম্বুলেন্স ক্রয় করেছে। এর দ্বারা দরিদ্রদের বিনা ভাড়ায় সেবা প্রদান করা হয়।

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

জনকল্যাণমূলক কাজ : বছরে বিভিন্ন সময়ে ঈদ, রমাদান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্টান (বিভিন্ন দিবস উদযাপন) ও সরকারী কার্যক্রম যেমন টিকাদান কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, মাধকবিরোধী আন্দোলন ও সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সানরাইজ ভোগ্যপণ্য শিল্প : ন্যায্য মূল্যে ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সানরাইজ ভোগ্য পণ্য শিল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯৯ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র : জেলা সমবায় অফিস, সিলেট

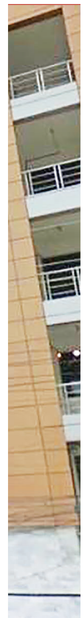

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ একটি সফল সমবায় সমিতি

"বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" একটি প্রাচীনতম সমবায় সংগঠন। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ এবং পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বিধান রেখে ১৬-০২-১৯৬০ খ্রিঃ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহন করে অদ্যাবধি সফলতার সাথে সমবায় আইন ও বিধিবিধানের আলোকে সমবায় কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। সমিতিটি পলওয়েল ভবন, ৬৯/১, নয়াপল্টন, ঢাকা ঠিকানায় নিজস্ব ভবনে সুরম্য ও সুসজ্জিত অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ পদধারী থেকে সর্বনিম্ন পদধারী ১,০৫,৪৩৫ জন ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য। বর্তমানে সমিতির নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব এ কে এম শহীদুল হক, বিপিএম,পিপিএম, ইন্সপেক্টর জেনারেল (আই জি), বাংলাদেশ পুলিশ, ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন জনাব ফাতেমা বেগম, এডিশনাল আইজিপি (ফাইন্যান্স), পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী, বিপিএম, এডিশনাল আইজিপি (এইচ আর এন্ড পি), পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা। এ ছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ৬ (ছয়) টি ডিরেক্টর পদে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম,পিপিএম, পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ রয়েছেন। সমিতিতে যথাসময়ে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়, সমিতির বার্ষিক সাধারন নিয়মিত এবং অডিট কার্যক্রম ও নিয়মিত। বিগত ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-১৭ সনে সমিতির নীট মুনাফা যথাক্রমে ২৬৩.০৭ লক্ষ টাকা ও ২৯৩.৪৫ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধন ১৩১১৬.৫৭ লক্ষ টাকা, স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ১০৬৯০.৩৫ লক্ষ টাকা, স্থায়ী আমানত (ব্যাংকে এফ ডি আর) ৩০১.২৫ লক্ষ টাকা, পলওয়েল আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ ৯০৭.৯২ লক্ষ টাকা, পলওয়েল কারনেশন এর মূল্য ৪২৪.০৮ , ব্যাংকে জমা ২৮০.১৬ (৩০/০৬/২০১৭ তারিখে) এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্য ৩৬৪.২২ লক্ষ টাকা, শেয়ার মূলধন ২৮৮.৯২ লক্ষ টাকা, রিজার্ভ ফান্ড ৮৯৪.২৪ লক্ষ টাকা, মূলধন সঞ্চিতি ৮৪২৭.৫৫ লক্ষ টাকা এবং বন্টনযোগ্য মুনাফা ৩১০.০৮ লক্ষ টাকা।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, সংগঠনের প্রতি মমত্ববোধ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ফলশ্রুতিতে সমিতির নিজস্ব অর্থে ঢাকা মহানগরীতে গড়ে তোলা সম্পদের মধ্যে (ক) ৬৯/১, নয়াপল্টন, ইনার সার্কুলার রোড,

ঢাকায় ৩৬৩ টি দোকান সম্বলিত ৫ তলা বিশিষ্ট পলওয়েল সুপার মার্কেট। (খ) ৬৯/১, নয়াপল্টন, ইনার সার্কুলার রোড, ঢাকায় ৪ তলা বিশিষ্ট জোনাকী সিনেমা হল। (গ) ঢাকার মালিবাগ মোড়ে ১২.৯১ শতাংশ জমির উপর একটি সিএনজি স্টেশন। (ঘ) সেক্টর নং-৮, প্লট-৯/বি, উত্তরা, ঢাকায় ২ বিঘা ১৭ কাঠা জমির উপর ৯ তলা বিশিষ্ট পলয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার, যেখানে দোকান ৩২৪ টি, ওয়ান ষ্টপ মল ০৫ টি, কমিউনিটি সেন্টার ০১ টি, কার পার্কিং স্পেস ৩ টি, ওয়ার হাউজ ৩৯ টি এবং রেস্টুরেন্ট, টয় শোরুম, কিডস কেয়ার সেন্টার ও অনান্য স্থাপনা রয়েছে।

৫ তলা বিশিষ্ট পলওয়েল সুপার মার্কেট, নয়াপল্টন, ইনার সার্কুলার রোড। ৯ তলা বিশিষ্ট পলয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার উত্তরা, ঢাকা।

সমিতিটি নিয়মিত সরকারী তহবিলে নিয়মিত অডিট ফি ও আয়কর প্রদান করে থাকে, ২০১৬-২০১৭ করবর্ষে ১৮.০০ লক্ষ টাকা অগ্রিম আয়কর প্রদান করা হয়। সমবায় উন্নয়ন তহবিল হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.২২ লক্ষ টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৮৯ লক্ষ টাকা সমবায় অধিদপ্তরে প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সনে সমিতির সদস্যদের মাঝে ১২০.৮৩ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়েছে।

পলওয়েল সিএনজি স্টেশন, মালিবাগ মোড়

সমিতির বেতনভুক্ত নিজস্ব কর্মচারীর সংখ্যা ৩৪ জন, এ ছাড়া সমিতি কর্তৃক নির্মিত দুটি মার্কেটে এবং মার্কেটের ৬৮৭ টি দোকানে প্রত্যক্ষ ভাবে ৭২০ জন লোকের এবং পরোক্ষভাবে ১২০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত মার্কেট ছাড়াও পলওয়েল সি এনজি স্টেশনে ১৭ জন এবং জোনাকী সিনেমা হলে ৩২ জন লোকের নিয়মিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পলওয়েল কারনেশন মার্কেটে মোট ৭১ জন পুলিশ সদস্যদের মধ্যে দোকান বিতরন করে তাদেরও আর্থিক উন্নতির পথ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সোসাইটির সদস্যদের আবাসিক সংস্থানের জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে দাড়াইল মৌজায় ৩৭.৫ বিঘা জমি ক্রয় করে উক্ত জমি উন্নয়ন করা হয় এবং ২.৫ কাঠা ও ৫ কাঠার প্লট তৈরী করে ৯১ জন সদস্যের মধ্যে ২.৫ কাঠার এবং ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৫ কাঠার প্লট বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের কল্যানার্থে পুলিশ কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য দুর্ঘটনায় পতিত হলে তাকে আর্থিক সহায়তা করা ছাড়াও সদস্যদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রদান এর জন্য এ তহবিলে ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত টাকার পরিমান ৮৭,১৫,৮০২.০০ টাকা।

গ্রন্থনা : **মোঃ তাজুল ইসলাম**
মেট্রোঃ থানা সমবায় অফিসার, রমনা, ঢাকা।

বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সমিতির চেয়ারম্যান জনাব এ কে এম শহীদুল হক, বিপিএম,পিপিএম, ইন্সপেক্টর জেনারেল (আই জি) বাংলাদেশ পুলিশ, বামে এবং ডিরেক্টর জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম,পিপিএম, পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডানে)।

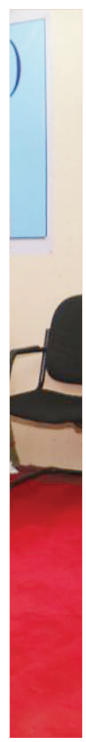

কর্মজীবী বাবা-মায়ের শিশুর ভবিষ্যৎ

রাফায়েল পালমা

জীবনের শুরু থেকেই যেন তাদের সবকিছু গুছানো। চাকরি, আয়-রোজগার, লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, জীবনসঙ্গী নির্বাচন, বিবাহ, পরিবার গঠন ও পরিচালন, ভবিষ্যৎ বংশ-ভাবনাসহ জীবনের সবকিছুই যেন অগ্র-পশ্চাত ভেবেই তারা পদক্ষেপ নেন। তাদের কথা শুনে মনে হয়েছে, তারা আমাদের অনেকের কাছেই আইডল দম্পত্তি।

কথা হচ্ছিল চার্লস নিউটন ও ফ্লোরেন্স সুমী দম্পত্তির সাথে। বাসা মিরপুরে হলেও তারা এসেছিলেন সংসদ ভবনের ঠিক পূর্বপার্শ্বে মনিপুরীপাড়া ৮ নম্বর গেটে ৮৮/৫ নম্বর ভবনটিতে। তাদের একমাত্র পাঁচ বছর বয়সী ছেলে এড্রিয়ান যোসেফকে নিতে। সারাদিনের তরে এই ছোট্ট বালক এখানেই থাকে।

বাবার অফিসে যাবার আগে সকালে রেখে যাওয়া ও সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার সময় নিয়ে যাওয়া। এই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দিবাযত্নসহ ক্যাম্ব্রিজ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। আছে পানাহারসহ দিবানিদ্রার সু-ব্যবস্থা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেড় বছর থেকে ৬ বছর পর্যন্ত সকল ছেলে ও মেয়ে-শিশু সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত থাকতে পারে এই সেন্টারে।

‘মা-বাবা সারাদিন শিশুর যে সেবাযত্ন করে থাকেন, তার চেয়েও বেশি সুবিধা রয়েছে এই সেন্টারে।’

কর্মজীবী মা-বাবা তাদের কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে তাদের সন্তানকে নিয়ে যান। স্বামী চার্লস নিউটন ও তার স্ত্রী ফ্লোরেন্স সুমী দু-জনই কর্মজীবী। তাই তাদের একজন অফিস থেকে ফেরার পথে এড্রিয়ানকে নিয়ে যান বাসায়। সেদিন বিশেষ কারণে দু-জনই একসঙ্গে এড্রিয়ানকে নিতে আসেন। তাই তাদের সাথে সেন্টার সম্বন্ধে আলাপচারিতায় বেরিয়ে আসে তাদের অনুভূতি।

অনেক শিশুর সাথে এড্রিয়ান সারাদিন ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টারেই থাকে আর ভাব জমায় অন্য শিশুদের সাথে। নানা খেলাধুলা মাধ্যমে শিখে ফেলে নানা গুরুত্বপূর্ণ লেখাপড়া। সেন্টারের নিয়মকানুন মেনে জাতীয় সংগীত গায়, পুষ্টিকর নাস্তা খায়, হাতে-কলমে কাজ করে, আঁকালেখা করে আর নিজের অজান্তেই খেলাচ্ছলে লেখাপড়া শিখে চলেছে এড্রিয়ান ও অন্যান্য সকল শিশু। অন্যান্য সকল শিশু একইভাবে রুটিনমাফিক সবকিছু করছে। সেন্টারের সব নিয়মানুবর্তিতা শিশুরা যেন আনন্দসহকারেই গ্রহণ করছে, রপ্তও হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিনের চর্চার কারণে।

ওই দম্পত্তি জানান, একদিন মনিপুরীপাড়ায় ব্যক্তিগত কাজে আসলে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলন্ত বেনারে ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টারের বিজ্ঞাপন দেখতে পান। বিজ্ঞাপন থেকে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করে সেন্টারের প্রিন্সিপাল ডালিয়া মেডামের সঙ্গে কথা

বলেন ফ্লোরেন্স। পরে তিনি সেন্টারের ওয়েব-সাইট ভিজিট করে সব তথ্য জেনে নিয়ে তাদের একমাত্র ছেলে এড্রিয়ানকে সেন্টারে অন্যান্য শিশুদের সাথে রেখে যান। তাদের দুজনের চাকরির সময়টুকুতে রেখে যেমন নিশ্চিন্ত হন, তেমনি আশ্বস্ত হন তারা। 'আমরা নিশ্চিন্তে হৃষ্টপুষ্ট মন নিয়ে কাজে মনোযোগ দিতে পারি,' বললেন বাবা চার্লস।

এখন যেভাবে এড্রিয়ানকে এখানে রেখে তারা নিশ্চিন্তে অফিসের কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন, তা আগে ছিল প্রায় অসম্ভব। আগে ফ্লোরেন্সকে ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য ছিল একজন সাহায্যকারী। সাহায্যকারীকে খাওয়া পরা, বেতনাদি দিয়ে তাদের শিশুর যে যত্ন হতো, তার চেয়ে এখন অকল্পনীয়ভাবে উপকৃত হচ্ছে তাদের শিশু ছেলেটি। সেই সাহায্যকারী মেয়েটির কাছে ছোট্ট ছেলেটিকে রেখে আশ্বস্ত হতে পারতেন না মা-বাবা ফ্লোরেন্স ও চার্লস।

তারা যেমন চিন্তা-ভাবনা করে বিয়ে করেছিলেন, একইভাবে সন্তানও নিয়েছেন। এখন সন্তানকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনায় বেড়ে ওঠার মাধ্যমে আদর্শ ও আধুনিক নাগরিক হিসেবে ছেলেকে গড়তে চান তারা। সচেতন পিতা-মাতা হিসেবে তাদের চাওয়া (তাদের ইচ্ছা), ছেলে মানুষ হবে স্বাধীন চিন্তা-চেতনায়। তাদের চিন্তায়, 'কারো চাপিয়ে দেওয়া বোঝা নিয়ে সৃষ্টিশীয় মানুষ হতে পারে না। তার জন্য চাই স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনুকূল পরিবেশ।'

ছেলেকে বড় হলে কোন নির্দিষ্ট পেশায় দেখতে চান, প্রশ্ন করলে মা ফ্লোরেন্স বলেন, ছেলে এখানে যেভাবে লেখাপড়া করে বেড়ে উঠছে, তাতে মনে হয় পর্যায়ক্রমে সে নিজেই তার ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নিতে পারবে। তার আগ্রহকেই প্রাধান্য দিতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'এখানে শিশুদের কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না, ছোটখাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেও তাদের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর থেকে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের মাতৃস্নেহ ও আদর-যত্নে তারা যেভাবে গড়ে উঠছে, তাতে আমরা অতি আশাবাদী।'

জুলাই থেকে আগস্ট- মাত্র দু-মাস। 'এতেই ছেলের ইংরেজি উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তার উচ্চারণ ও ইংরেজি বলার স্টাইল। ইংরেজি বলতে ভয়ভীতি নেই। বাসায় গিয়ে নিজের খেয়ালখুশিমতো তাকে বলতে শোনা য়ায় সেন্টারে শেখানো ছড়ার লাইনগুলো, নৈতিক শিক্ষার কথাগুলো।' লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ছেলে নিজেই তার চয়েজ পিকআপ করবে বলে মা-বাবার বিশ্বাস।

মা ফ্লোরেন্স বলেন, মায়ের রান্না ছাড়া অন্য কারো রান্না খাওয়ার অভ্যেস ওর (এড্রিয়ানের) নেই। কিন্তু এই সেন্টারে এসে সেন্টারের অভ্যেস গড়ে উঠেছে। মা-বাবা ছাড়া থাকার অভ্যেস সয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে উঠেছে। সে এখনে (সেন্টারে) আনন্দ-আহলাদেই থাকে। ঘরে সাহায্যকারীর পরিবর্তে এখানে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও যথেষ্ঠ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ,প্রাণবন্ত প্রশিক্ষক রয়েছে। তাদের তিনজন সিঙ্গাপুর থেকে পেশাগত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রশিক্ষিত।

'হেসে-খেলে-নেচে-গেয়ে অবচেতনভাবেই শিশুরা রপ্ত করে নিচ্ছে জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো,' বললেন বাবা চার্লস নিউটন। তিনি জানান, 'সেন্টারের সেবাযত্ন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমার ছেলের কোনো অভিযোগ নেই। বাসায় গিয়ে তার যে ব্যবহার, তাতে মনে হয় সে আগের চেয়ে সবদিক থেকেই অগ্রসর দৃঢ়চিত্তের ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠছে। বাসে বাসায় যাওয়ার সময়টুকুতে এবং বাসায় গিয়ে এড্রিয়ান হাজারটি প্রশ্ন করে। ওর কৌতুহল মনকে আমারা দমিয়ে দেই না।'

সেন্টারের ভিতর খেলাধুলা, খাওয়-দাওয়া, স্নানাহার, দিবানিদ্রা ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার পরিবেশ দেখে মনে হলো এখানে এমন একটি শিশুবন্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে কর্মজীবী মা-বাবা তাদের শিশুদের সারাটা দিনের জন্য রেখে গেলেও শিশুরা কোনোভাবেই বিরক্ত হয় না, অবসাদও আসে না। কারণ, সেখানে প্রতিটি জিনিস প্রস্তুত করা হয়েছে শিশুদের উপযোগী ও আকর্ষণীয় করে। তাদের খেলনা, আসবাব, কলম-পেন্সিল, লেখার সাদা বোর্ড, মাল্টিমিডিয়াতে কার্টুন দেখার ব্যবস্থা, আলনা, ব্যগ বা জুতা রাখার তাক, খাবার টেবিল, বসার চেয়ার, মেঝেতে স্থায়ীভাবে এঁটে দেওয়া ফোম, বাথরুমের কোমট-বেসিন, টয়লেটের উচ্চতা, লুকিংগ্লাসের উচ্চতা ইত্যাদি সবই করা হয়েছে নিতান্তই তাদেরই আরামদায়ক ব্যবহারযোগ্য করে।

সেন্টারের ভিতর এখানে-সেখানে রাখা হয়েছে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপক ডিভাইজ বা এক্সটিংগুইসার, আছে শিশুদের উপযোগী আরামদায়ক লিফট ও আরোহণ সিঁড়ি এবং নিরাপত্তার জন্য রয়েছে বিকল্প এক্সিট সিঁড়ি। দীর্ঘ সময় (২ ঘন্টা) অগ্নিপ্রতিরোধক দরজা রয়েছে এই ভবনে প্রতিটি তলায়। শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য রয়েছে সিসি ক্যামেরা ও শিশুদের যেকোনো জরুরিভিত্তিতে (পিতামাতার মতামতের ভিত্তিতে) হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এ্যাম্বুলেন্স।

ভবনে ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তার জন্য রয়েছে প্রশিক্ষিত দিবা-নৈশ প্রহরী। শিশুদের উপযোগী খাবার রান্নার জন্য রয়েছে প্রশিক্ষিত মহিলা বাবুর্চি। শিশুদের সারাদিনের রুটিনমাফিক সেবাযত্ন দিয়ে থাকেন উচ্চশিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিচাররাই নিজেই। সারাদিনের গুণগত সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য রয়েছে নানা কলাকৌশল, ডিভাইস, খেলনা ও শিক্ষামূলক সরঞ্জামাদি। শিশুদের নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন বিদেশি পরামর্শকের নির্দেশনা অনুসারেই এসব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসবকিছুই ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেন ওই দম্পত্তি।

সকল কিছু বিবেচনায় এড্রিয়ানের মা-বাবা মুগ্ধ। তারা এমন একটি আন্তরর্জাতিকমানের সেন্টারে নিজেদের একমাত্র সন্তানকে এসব সুযোগসুবিধার আওতায় নিয়ে আসতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। মা ফোরেন্স বলেন, ঢাকা ক্রেডিটের (সমবায় সমিতি) পরিচালিত এই সেন্টার যেন কোনোভাবেই বন্ধ করা না হয়। কারণ, তার মতে, এটা শিশুদের জন্য মনের মতো একটি শিক্ষাকেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র।

মানুষের চিন্তার কথা বলতে গিয়ে ফ্লোরেন্স বলেন, 'মানুষ, বিশেষভাবে কর্মজীবী বাবা-মায়ের জন্য অত্যন্ত নির্ভলশীল প্রতিষ্ঠান, যা অনেক গবেষণার ফল।' তার মতে, একজন শিশুর মা-বাবা সারাদিন যে সেবাযত্ন করে থাকেন, তার চেয়েও বেশি সুবিধা রয়েছে এখানে।

ফ্লোরেন্স বলেন, এখানে মাসিক যে পেমেন্ট করতে হয় তা অবশ্যই অতিরিক্ত নয়। 'ডিজিটাল যুগের সাথে আমাদের তাল মিলিয়েই চলতে হবে। ৭০-৭৫ জন শিশুর সামগ্রিক সেবাযত্নের সু-ব্যাবস্থা রয়েছে জেনে তিনি বলেন, প্রারম্ভিকভাবে ২৪ জন রয়েছে; অদূর ভবিষ্যতে এখানে শিশুদের স্থান পাওয়া কঠিন হবে,' বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, কোনো কর্মজীবী দম্পত্তির সামান্যতম সামর্থ্য থাকলেও তাদের শিশুকে এখানে রাখা প্রয়োজন, স্বাধীনচিন্তার প্রত্যাশিত নাগরিক হওয়ার জন্য।

পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর যাত্রা বেশি দিনের নয়। চট্টগ্রাম জেলার পাথরঘাটাস্থ ৩৩, ৩৪ নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা ও ফিরিঙ্গিবাজার এলাকার কিছু দরিদ্র পরিবাররর ছেলেমেয়েদের স্পনসর করে ওয়ার্ল্ড ভিশন, চট্টগ্রাম এডিপি তাদেরকে পড়ালেখায় সহযোগিতা প্রদান করে। তাদের মায়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরনে বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করে। বয়স্ক শিক্ষার্থী মা ও স্পনসরভুক্ত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার পাশাপাশি তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন দল গঠন করে। এই উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সহায়তা করা হয়। এভাবে ৫০টি উন্নয়ন দল গঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন, চট্টগ্রাম এ ডি পি ২০০৮ সালে ৫০টি দলকে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ সমবায় দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। ফলে সবাই একত্রিত হয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় যা ২৯/০১/২০০৯ ইং সালে বাংলাদেশ সরকারের জেলা সমবায়, চট্টগ্রাম থেকে পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। এ সমবায় সমিতির স্বপ্ন হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন একটি সমাজ গঠন।

রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয় ২৪ জন সদস্য নিয়ে। শুরু হল নানা প্রতিকুলতা। ওয়ার্ল্ড ভিশনের তত্ত্বাবধান না থাকায় এলাকায় সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। অনুরুপ ৫০টি দল যারা দেখাশুনা করত তারা বলিষ্ট হাতে এলাকার সদস্যদেরকে সমবায় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা প্রদান করা হয়। তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে এখন সব কিছু তত্ত্বাবধান করবে সমবায় দপ্তর। এরপর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বর্তমানে অত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,১৪৩ জন। এছাড়াও শিশু সদস্য সংখ্যা রয়েছে ৯৭৮ জন। মোট আমানত ২,৮২,৮২,৭১২ টাকা। মোট শেয়ার ৮২,৫৭,৪০০ টাকা। এ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে ২২, ০২,৩১০০০ টাকা। মোট মূলধন ৪,০৬, ৮২,০১৫ টাকা।

অত্র সমিতিতে প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কর্মকান্ড রয়েছে। প্রশিক্ষণগুলো হল : সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জেন্ডার প্রশিক্ষণ, সোশাল এনালাইসিস, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন, প্রি স্কুল, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বুটিক, ফাস্ট ফুড, চামড়াজাত পণ্য তৈরী, জুয়েলারী পণ্য তৈরী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মোমবাতি তৈরী, ডিজিটাল ও অন্যান্য মেলায় অংশগ্রহণ।

এসব প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে পরিকল্পিত আর্থিক পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। মোট ৫,৮২২ জন প্রশিক্ষন গ্রহন করে ১,০৮২ জন সদস্যের ও সদস্যের পোষ্যদের বেকারত্ব দূরীকরণ করতঃ স্ব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সমিতিতে বর্তমানে ৭ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর নিয়মিত জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায় এ পর্যন্ত ৭,৩২১ জনকে ২২ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২,৫০০ জন সদস্য ও সদস্যদের পোষ্যদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের ঋণ আদায় ১০০%। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৬-৮% হারে সুদ প্রদান করা হয়। প্রতি বছর ৬ লক্ষ টাকা শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকান্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের মরনোত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। প্রতি বছর ধার্যকৃত অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল ১০০% পরিশোধ করা হয়। কর্মচারীদের জন্য চাকুরী বিধিমালা, পদবিন্যাস, গ্রাচুইটি ও পিএফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির ভবিষ্যত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কেন্দ্র স্থাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা।

ইতিমধ্যে অত্র সমিতি চট্টগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছে। এ সমিতিটিকে আমরা পরিচ্ছন্ন ও বাস্তবমূখী সমিতি হিসেবে গড়ে তুলেছি। আমরা আশা করি এ সমিতি এলাকার মহিলাদের প্রানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। একটি আদর্শ সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করবে।

তথ্যসূত্র : জেলা সমবায় অফিস, চট্টগ্রাম

ডি.এস.সি বিজনেস কো অপারেটিভ এর সফলতা

পীরগঞ্জ উপজেলা ডি.এস.সি বিজনেস কো অপারেটিভ সোঃ লিঃ, যার নিবন্ধন নং ৮৬ তারিখ : ২৫/০৬/২০১৪ জেলা সমবায় কার্যালয়, রংপুর হতে নিবন্ধন প্রাপ্ত। এ সমিতি আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

২০১৩ সালে জনাব এ জে এস সিরাজুল ইমসলাম (সাধারণ সম্পাদক) এর উদ্যোগে সমিতি গঠিত হয়। তিনি বলেন, প্রথমে একটি ছোট পরিসরে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র দেই, তখন সেই সেবা কেন্দ্রে দারিদ্র মানুষদের আশা যাওয়া বেশী লক্ষ্য করি তখন থেকে আমার মাথায় এটা কাজ করতে শুরু করল অসহায় মানুষদেরও জন্য কিছু করা যায় কিনা। তখন আমি স্থানীয় উপজেলা সমবায় কার্যালয় পীরগঞ্জ, রংপুরে যোগাযোগ করি এবং প্রাথমিকভাবে ২০ জন সদস্য নিয়ে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত হই। সকলে মিলে সারাদিন বেচাকেনার পর প্রতিদিন ২০ টাকা করে সঞ্চয় জমানো শুরু করি যেহেতু সকল সদস্যাই কোন না কোন ব্যবসার সাথে জড়িত। এভাবেই ছয় মাস পরে কিছু সঞ্চয়ী সদস্য চলে আসে সব মিলে ১,৫০,০০০ টাকা একত্রিত হওয়ার পর ১৫ জন সদস্যর মধ্যে তা ব্যবসার মুলধন বাড়ানোর জন্য বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত টাকা আমি নিজে সদস্যদের মধ্যে আদায় শুরু করি এবং সপ্তাহে একদিন সন্ধায় একত্রিত হয়ে আদায়কৃত ঋণের টাকা এবং জমাকৃত সঞ্চয় আবার সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে থাকি এভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যামে গ্রামীণ মহিলা সদস্য অন্তভুক্ত শুরু করি।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

- কর্ম এলাকার দারিদ্র জনগোষ্টির মধ্যে সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমিতিতে সদস্য সংগ্রাহ করার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন হচ্ছে ।
- কর্ম এলাকার কর্মজীবী পুরুষ মহিলাদের মধ্যে স্বল্প পরিমাণ সার্ভিস চার্জ নিয়ে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণের অর্থ দিয়ে তারা গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিভিন্ন পণ্যের বাজার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মৃত্যু সদস্যর পরিবারের উপর যেন কোন আর্থিক দায় দেনার চাপ না পরে সে জন্য প্রত্যেক সদস্যর জন্য ঋণ বীমা চালু করা হয়েছে।
- সমিতিটি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।
- সদস্য এবং সাধারণ জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মুল্যে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য সমবায় বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।
- সমিতির সদস্যদের আর্থিক সাহায্য ও লভ্যাংশ থেকে সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠী, গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও শীতার্তদের শীত-বস্ত্র দান করে থাকে ।
- ডিএসসি বিজনেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় ও আন্তজার্তিক সমবায় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে।

তথ্যসূত্র : জেলা সমবায় কার্যালয়, রংপুর

মানব-বন্ধন বহুমূখী সমবায় একটি সফল সমবায় সমিতি

মানব-বন্ধন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর যাত্রা হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। সুদীর্ঘকাল ধরে নানা পথ পরিক্রমার পর বিগত ২০০৫ সালে গড়ে উঠেছে এ সংগঠন "মানব-বন্ধন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ" যার পেছনে রয়েছে সাহেরা বেগম, নুরুন্নাহার রোজী, তানিরা আক্তার ও তাছলিমা আক্তারসহ সমমনা কয়েকজন মহিলা উদ্যোক্তার ঐকান্তিক উদ্যোগ, প্রয়াস, শ্রম, ত্যাগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গন্দ্রপা, বাদে কলপা বারেন্দা বাড়ি, গোহাইল কান্দি, খলিফাবাড়ি, মীরবাড়ি, সানকিপাড়া, হিন্দুপল্লী, নীজকলপা এই সব বিস্তৃত এলাকার বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার যাদের দিন চলে না অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে হয়, অভাব অনটনের কারণে তারা তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ, সে সমস্ত পরিবারের মহিলাদেরকে নিয়ে 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' এর সহযোগিতায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে উন্নয়ন দল গঠন করা হয়। উক্ত উন্নয়ন দলগুলোর মাধ্যমে সদস্যরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ পায়। দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যেমন- নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, হিসাব রক্ষণ, রসলাই, ব্লক-বাটিক, মোবাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার, ফাস্টফুড, ড্রাইভিং, গবাদি পশু-পালন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন দলের সদস্যদের দক্ষ করে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী করে তোলা হয়েছে। উন্নয়ন দলের সদস্যরা নিজেদেরকে আর্থিকভাবে স্বচছল হওয়ার জন্য অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে একটি তহবিল গঠন করে। সাহেরা বেগম, নুরুন্নাহার রোজী পরবর্তীতে প্রতিটি দল থেকে ২১ জনকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় মানব-বন্ধন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন। সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে সদস্যদের মাঝে রিক্সা, ভ্যান, ছোট ছোট মুদির দোকান সেলাইয়ের সরঞ্জামাদি নেট এর ব্যাগ ইত্যাদি খাতে স্বল্প মুনাফার বিনিময়ে ঋণ প্রদান করা হয়। সদস্যরা নিজের পরিবার খরচ চালিয়ে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে থাকেন। একপর্যায়ে সমিতির সদস্যরা বসে উদ্যোগ নেয় সমিতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য। সকল সদস্য বসে সিদ্ধান্ত নেয় সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন করার জন্য। বর্তমানে এর কার্যকরি মূলধন ৬৫,৫২,৬১৪ টাকা। ২০০৯ সালে নিবন্ধনের পর হতে এ সংগঠনটিকে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবিড় তদারকী করা হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ''হ্যাবিটেট ফর হিউমিনিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ'' এর মাধ্যমে ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমিতির সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন সদস্যকে চায়ের দোকান দেওয়ার জন্য ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অটোরিক্সা, টেইলার্স, মুদির দোকান, কৃষি খাতে, নার্সারী, কম্পিউটার কম্পোজ, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে আসছে। সমবায়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং ''হ্যাবিটেট ফর হিউমিনিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ'' ইত্যাদি সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-সেনিটেশন, হতদরিদ্রদের জন্য ঘর মেরামত ও তৈরি, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করার জন্য টিউবওয়েল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সদস্যগণ নিজেদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ফলে নিজেদের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর সঞ্চিত অর্থ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় হিসেবে জমা করে থাকেন। সমিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক ৩০০/৮০০ জন সদস্যের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির অর্থায়নে নিজস্ব নামে আকুয়া ইউনিয়ন, গন্দ্রপা গ্রামে ৩.১৯ শতাংশ জমি ১৪,০৩,৪০৫ টাকায় ক্রয় করে। ''হ্যাবিটেট ফর হিউমিনিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ'' এটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ''মানব বন্ধন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ''কে ৫৬,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ভূমির উপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। যেখানে সমিতির অফিস ঘর, সমিতির উৎপাদিত পণ্যের লে-আউট, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র : বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

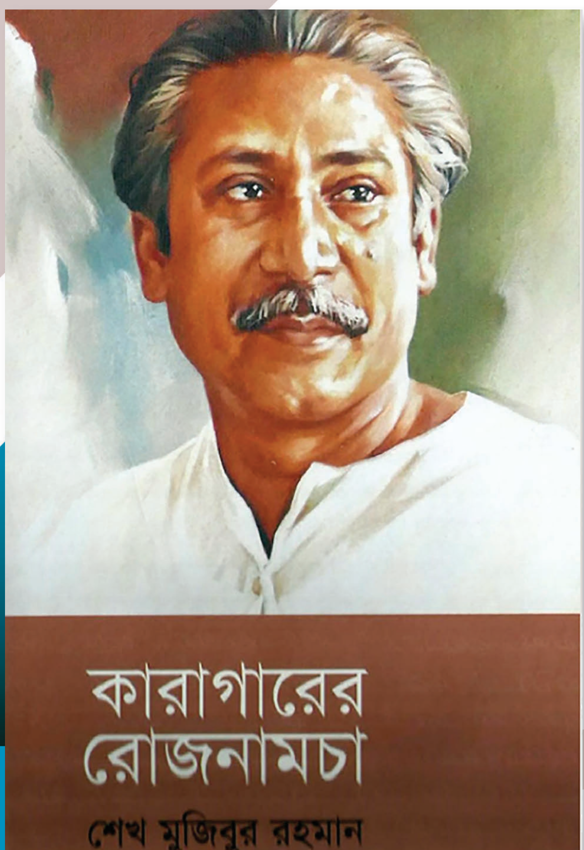

‘বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ- যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে, এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়। আমি লেগেই থাকি। কুলাতে না পারলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনি। আজ বিকেলে অনেকগুলি তুললাম।"

(পৃষ্ঠা : ১১৭, ২৩ জুন ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার)

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সপরিবারে জাতির পিতা। ডানদিক থেকে– শেখ হাসিনা, শেখ জামাল, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা, শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু, শেখ রেহানা ও শেখ কামাল

SAMABAYA ♦ November 2017 ♦ Price Tk 10.00 ♦ Regd No. DA-41

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে

বাংলায় ভাষণ

দিচ্ছেন বাংলাদেশের
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায় অধিদপ্তরের
পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে

ধন্যবাদ

Published by Department of Co-operatives, Financed by Co-operative Development Fund form Samabaya Bhaban
Plor No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-E-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone: 9140877 ● Editor : Md. Saiful Islam